বিবাহ কৌতুক কাব্য।

প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ

একত্রে।

সোনাবেড়িয়া গ্রাম নিবাসী
শ্রীহরিনাথ রায় কর্ত্তৃক
বিরচিত।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় দ্বারা
প্রকাশিত।

যশোহর শুভকরী যন্ত্রে
শ্রীক্ষেত্রগোপাল সিংহ কর্ত্তৃক
মুদ্রিত।

সন ১২৯৪ সাল

বিবাহ কৌতুক কাব্য।

প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ

একত্রে।

সোনাবেড়িয়া গ্রাম নিবাসী
শ্রীহরিনাথ রায় কর্ত্তৃক
বিরচিত।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় দ্বারা
প্রকাশিত।

যশোহর শুভকরী যন্ত্রে
শ্রীক্ষেত্রগোপাল সিংহ কর্ত্তৃক
মুদ্রিত।

সন ১২৯৪ সাল

মূল্য ॥০ আনা মাত্র।

বিবাহ কৌতুক কাব্য।

প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ

একত্রে।

সোনাবেড়িয়া গ্রাম নিবাসী

শ্রীহরিনাথ রায় কর্ত্তৃক

বিরচিত।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় দ্বারা

প্রকাশিত।

যশোহর শুভকরী যন্ত্রে

শ্রীক্ষেত্রগোপাল সিংহ কর্ত্তৃক

মুদ্রিত।

সন ১২৯৪ সাল

প্রার্থনা।

সভ্যগণ সমীপে সানুনয়ে নিবেদন।

অত্র সুশোভিত সভামণ্ডলে সমাসীন শ্রদ্ধাস্পদ সুবি-
রা গ্রগণ্য মহামান্য সুধী প্রবর শিষ্টশান্ত স্বদেশ হিতৈষী
ন্নীতি পরায়ণ সদ্‌গুণালঙ্কৃত সভ্য মহোদয় বৃন্দ পরিবেষ্টিত
চারু চন্দ্রাতপ তলে উজ্জ্বল আলোক মালা বিরাজিত অম্বর
ভেদী বাদ্য ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত মনোরম মঙ্গলাচরণে
সুসজ্জিত বিচিত্রাসনে উপবিষ্ট আমাদের পরম পবিত্র স্নেহ
ভাজন কমনীয় সৌম্য মূর্ত্তি শান্ত সদন্তঃকরণ শীল ধীমান্
সজ্জন রঞ্জন অসীম গুণাধার পরম প্রিয়বর আগন্তুক বর পাত্র
ভ্রাতাকে অদ্য সন্দর্শনে নয়ন পরিতৃপ্ত করণান্তর দুঃখান্তে
নিতান্ত অনন্ত হর্ষান্তঃকরণে অতীব সাদরে এই "বিবাহ
কৌতুক নাম্নী" কতিপয় কবিতা পুস্তকাকারে উপহার রূপে
অর্পিত হইল—কিন্তু ঈদৃশ সুবিজ্ঞ সভ্যগণ সমবেত সভা
সমীপে যে, এই অকিঞ্চিৎকর কবিতাচয় গৃহিত হইবে এমত
ভরসা করিতে সাহসী নহি। যদি মহাত্মাগণ কৃপাবলো-
কনে নির্গুণের রচিত সৌন্দর্য্য বিহীন এই প্রভূত প্রযত্ন
সম্ভূত স্নেহময় মালার দোষাংশ পরিত্যাগ করিয়া স্নেহের
চিহ্ন স্বরূপ বোধে গ্রহণ করতঃ স্ব স্ব অসীম মাহাত্ম্যের
ও নির্ম্মল চরিত্রের পরিচয় প্রদান করেন তবে যত্ন ও পরি-
শ্রম সফল বোধ করিব—নতুবা ক্ষীরোদ মন্থনে ভগবান্
ভবানী পতির গরল ল[illegible]া ন্যায় উপহাস রূপ বিষম বিষে
জ্বালাতন হইয়া অচি[illegible]াচিত ফল প্রাপ্ত হইব। শুনি-
য়াছি স্পর্শ মণির গুণে [illegible]াস্ স্বর্ণে পরিণত হয় তাহার
প্রমাণ অদ্যই প্রত্যক্ষীভূত হইবে নিবেদন ইতি—

বিজ্ঞাপন।

—০—

কতিপয় বন্ধুর পরামর্শে উৎসাহে ও সাহায্যে অনিবার্য্য আশার পরতন্ত্র হইয়া এই অকিঞ্চিৎকর সৌন্দর্য্য বিহিন ক্ষুদ্র উপহার-কাব্য খানি জন সমাজে প্রকাশিত করিলাম। ইহাতে যে বিজ্ঞ রসজ্ঞ পাঠক মহোদয় বর্গের চিত্ত আকৃষ্ট হইবে এমত কোন গুণ নাই, মাদৃশ অনভিজ্ঞ ব্যক্তির ঈদৃশ গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা নিতান্ত ধৃষ্টতা মাত্র। যাহা হউক কাব্যকাননে যে সমস্ত কুসুমই সমান সৌরভান্বিত ও সুষমাবিশিষ্ট হইয়া ফুটে এমত নহে। প্রফুল্ল গোলাপ উদ্যানের পার্শ্বে কি সামান্য তৃণের ফুল ফুটেনা?—নিশ্চই ফুটে প্রকৃতির সেই সরলতা পূর্ণ দৃশ্য সন্দর্শনে অস্মদও এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে। বিশেষতঃ তমঃময় সংসারে উদ্বাহই একটী পবিত্র আলোক স্বরূপ, যাহাতে অনির্ব্বচনীয় স্বর্গীয় আনন্দ ও বিমল সুখ রাশি অনন্ত কালের তরে নিহিত রহিয়াছে, যাহা মানবের দ্বিতীয় জীবন স্বরূপ, যাহা সংসার গৃহের মূল ভিত্তি স্বরূপ, যাহা বাল্য জীবনে স্বর্গীয় সুখ আশার অমিয় উৎস, যাহা যৌবন কালের নন্দন কান[illegible] যাহা বার্দ্ধক্যের শান্তি নিকেতন এবং অন্তিমের মো[illegible] ইহা কে না স্বীকার করিবেন? প্রকাশ্যে না করুন মনোগত অবশ্যই স্বীকার্য্য সেই পবিত্র আনন্দময় পরিণয় প্রসঙ্গ প্রকৃতি সম্মীলনে ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে, ভাষার সৌন্দর্য্য, রসের মাধুর্য্য ভাবের সরলতা কবিতার কোমলতা প্রভৃতি

গুণ ইহাতে না থাকুক যখন "বিবাহ" এই সুখময় সুধাময় শব্দটী ইহাতে আছে তখন ভরসা করি রসিক পাঠক সমাজ ইহার প্রতি ঘৃণা করিবেন না। যদি ঐ শব্দটীর প্রতিও অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেন, তবে স্বীয় হৃদয় তোষণী প্রণয়িনীর মুখারবিন্দের অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া বারেক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবেন এবং বুঝিবেন যে সেই প্রণয়িনী গৃহলক্ষ্মী লাভের কীর্ত্তিই এই কাব্যে নিহিত রহিয়াছে, যদি দৈব দুর্বিপাকে তাহাতেও অতৃপ্ত হন, তবে অত্র পুস্তকের পরিশিষ্ট ভাগে উদ্বাহ মরিচিকা শীর্ষক কবিতাটি পাঠ করিয়া দু ফোটা অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে পুস্তকখানি খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়ে ফেলিবেন, অন্যথা কবি [illegible] পাঠকগণ তাহাতে বেশী ক্ষতি বোধ করিবেন না। নিবেদন ইতি

গ্রন্থকারস্য।

শ্রীহরিনাথ রায়।

বিবাহ কৌতুক কাব্য।

—○০○—

প্রথম ভাগ।

উদ্যম ।

অনন্ত অম্বর অতিক্রম করি,
সায়হু সময়ে শান্ত মূর্ত্তি ধরি,
অনন্ত সিন্ধুর অনন্ত লহরী
তলে লুকাইল মরীচি মালী।

প্রখর আতপ-দগ্ধ বসুধারে,
বিভুর আদেশে স্নিগ্ধ করিবারে,
সান্ধ্য সমীরণ বহে ধীরে ধীরে,
কুসুম সৌরভে বিভব শালী॥

রবির বিরহ বিধুরা পদ্মিনী,
বারি তপ্ত বোধে এখন তাপিনী,
মধ্যাহ্নে সে জল, ভেবেছে শীতল।
প্রণয়ের কিবা চারু প্রণালী।

শীতলেতে উষ্ণ, উষ্ণেতে শীতল
প্রকটিতে পারে প্রণয়ে কেবল,
তাহার প্রমাণ সায়হু কমল,
জলেতে এখন জলিছে খালি॥

মলিন বদনে নলিনী সুন্দরী
বিরহ বিষম বিষ পান করি,
বিশ্বের দৃশ্যটী অন্ধকার হেরী
লুকাইল স্বীয় রূপের ডালি।

তাহার সমীপে এ সন্ধ্যা সুন্দরী
প্রধাবিতা যেন শমন কিঙ্করী
সেইত তাহার প্রাণেশেরে হরি
যাতনা অনল দিয়াছে জ্বালি ॥

সুখ দুঃখ বিমিশ্রণে এ সংসার
কালের প্রবাহে ভাসে অনিবার,
একের দুঃখেতে অন্যের আবার ;
সুখোদয়ে ঘুচে মনের কালি ।

যথা তটিনীর প্রবল ঊর্ম্মির
ঘাত প্রতি ঘাতে ভাঙ্গে এক তীর,
বিপরীত কুল যত্নে প্রকৃতির
সংগঠিত হয় সুষমা শালী ॥

সরোজের ভাগ্য যদিও ভাঙ্গিল,
ও দিকে আবার কুমুদ হাসিল,
সাদরে সন্ধ্যারে চুম্বন করিল,
দিবসেরে দিয়া কতই গালি।

সুখ দুঃখ কভু চির স্থায়ী নয়,
কৃষ্ণ পক্ষে শশী দিন দিন ক্ষয়
শুক্ল পক্ষে পুনঃ পরিপুষ্ট হয়,
হাসে নীলাকাশে ধরা উজলি ॥

কিবা মনোরম সন্ধ্যার মূরতি,
সংসার ব্যাপিনী শ্যামাঙ্গী যুবতী,
যামিনী ধনীর সোহাগিনী দূতী,
বিলাস মন্দির সাজাতেএলো ।

তাই দেখে যেন যত্নে কুল বালা,
পুলকে পাসরি দিবসের জ্বালা,
করেতে লইয়া দীপ্ত দীপ মালা,
সন্ধ্যারে বরণ করিতে গেল ॥

রজনী সুন্দরী আসিয়া সম্ভ্রমে,
একটী একটী নক্ষত্র কুসুমে,
সন্ধ্যারে সাজায়ে দিল ক্রমে ক্রমে,
কতক শয্যায় ছড়ায়ে দিল।

কতিপয় হার গাঁথিয়া যতনে,
পরাইতে প্রিয় সুধাংশু রতনে,
অপেক্ষা করিছে সহাস্য বদনে
প্রণয় প্রবাহ হৃদে বহিল ॥

যামিনীর সাধ পূর্ণ অভিলাষে,
পূর্ণ শশধর হাঁসিয়া হরষে,
উদয় হইল পূরব আকাশে,
রূপেতে জগৎ করিল আলো।

আজ যেন শশী পরিণয় তরে,
বর বেশে দেখা দিলেন অম্বরে
তার হাঁসি হাঁসি মুখ খানি হেরে
যামিনী অমনি ধীরে বরিল ॥

আনন চুম্বিয়া নব ললনার,
রসিক শশীর আনন্দ অপার,
বিচিত্র তারকা রত্ন হার আর,
কৌমুদী বসনে সাজালে তায়।

নিশার অপাঙ্গে আনন্দাশ্রু ধার,
বিগলিত যেন তুষার আসার,
সে আসারে যেন সমগ্র সংসার,
সুখের প্রবাহে ভাসিয়া যায় ॥

আশার সুসার ভাবি কুতুহলে,
তরু লতা ফুল বিটপীর দলে,
যেন অবিরল আনন্দাশ্রু গলে,
নিরখি সাধের চাঁদের বিয়ে।

নৈশাকাশ চারু চন্দ্রাতপ তলে,
নক্ষত্র নিকর দীপ সম জ্বলে,
কিম্বা সুর কন্যাগণ কুতুহলে,
মন্দার প্রসূনে মালা রচিয়ে—

—নব বরে সাধে দিতে উপহার
এনেছে সে হার শোভার আধার,
নিরখিয়া কান্তি চারু চমৎকার
চকোরিণী ধায় এয়োর সাজে।

হুলু ধ্বনি দিল রঙ্গে তরঙ্গিণী
হাসিল প্রকৃতি নাচিল ধরণী,
হরষে দুলিল লতা বধূ শ্রেণী,
ঝিল্লির আওয়াজ মধুর বাজে।

বায়ুর স্বননে বাঁশরী বাজিল
খদ্যোতেরা যেন বাজি আরম্ভিলা
আহা মরি মরি কি শোভা হইল,
অবনীতে আর আকাশ তলে।

সুর বালা গণ পুর বালা প্রায়
বর কন্যা লয়ে বাসরেতে যায়
এ শোভা দেখিনি যার আঁখি হায়।
বি ফল জনম তার ভুতলে।

নিশি সঙ্গে সুধাংশুর পরিণয়,
হেরি কুমদিনী প্রফুল্ল হৃদয়,
রসিকতা আরম্ভিল সে সময়,
বাসর সঙ্গিনী স্বরূপা হলো।

বন জাত ফুল্ল কুসুম নিচয়,
হাঁসিয়া হাঁসিয়া গড়াগড়ি যায়,
সুরভী হরিয়া মৃদুল মলয়
পবন দিগন্ত ব্যাপি ছুটিল॥

কিন্তু—শশী সঙ্গে যামিনীর পরিণয়
এই দৃশ্যটি ত অভিনব নয়,
তবে কেন আজ এ আনন্দময়
হইল জগত বুঝিতে নারি।

তবে—কেন বা আমার হৃদয় ভেদিয়া
আনন্দের স্রোত যেতেচে ছুটিয়া
হৃদি মরুভূমে কিসের লাগিয়া
বরিষণ হলো অমিয় বারি॥

তবে—কেন আজ নিশা এত হর্ষবতী,
কেন আজ এত হাঁসে নিশাপতি,
কারে অভ্যার্থনা করিছে প্রকৃতি
এই সুগভীর নিশীথ কালে।

কুসুম সমূহ সুরভী ছড়ায়ে,
কারে ডাকিতেছে আদর বাড়ায়ে,
উৎসবের মালা কে দিল পরায়ে
বিমল বিধুর জ্যোৎছনা জালে ॥

তবে—কল কল স্বনে ঐ কল্লোলিনী
কি উৎসবে দিতেছে গো হুলু ধ্বনি,
কারে তুষিবারে লতা-বধূ শ্রেণী
নৃত্য করিতেছে গরবে ছলে।
বিটপী নিকর শাখা প্রসারিয়া,
পত্র পুঞ্জ রূপ ব্যজন ধরিয়া,
শিরে ফল পুষ্প উপহার নিয়া,
আহ্বানিছে কারে সহকুতূহলে ॥

তবে—কার তরে আজ প্রকৃতি সুন্দরী
বদনে তুলেছে হাঁসির লহরী,
কার তরে পুষ্প পরিমল হরি,
বহন করিছে মলয়ানীলে।
কি উৎসবে আজ জ্যোৎছনা মদিরা,
পান করি ধরা হয়েছে অধীরা,
কোথা হ'তে আজ অমিয়ের ধারা,
পতিত হ'তেছে ধরণী তলে ॥
এ সুখ নিশিতে কিসের কারণে,
কতিপয় পুষ্প বিরস বদনে,
কি এক ভাবনা ভাবিতেছে মনে,
এ ভাব কিছুই বুঝিতে নারি।

যেন রে কি এক অতীতের স্মৃতি,
দাহন করিছে তাহাদের মতি
নীরবে কাঁদিয়া কুসুম যুবতী
বিষাদে ধরায় পড়িছে ঝরি ॥

হায় কি অদ্ভুত সংসারের ক্রিয়া,
চকোর চকোরী চাঁদিমা হেরিয়া,
জ্যোৎছনা পীযূষ প্রাণ ভরি পিয়া,
হাঁসিছে খেলিছে নীল গগনে।

বিধি বিড়ম্বনে বিরহ জ্বালায়,
চক্র বাক চক্র বাকী মৃত প্রায়,
অন্তরেতে সুখ না থাকিলে হায়,
স্বভাব (ও) অক্ষম সুখ প্রদানে ॥

কিন্তু কি কারণে আজি সে স্বভাব,
প্রকাশিছে এত মনোরম ভাব,
তরু লতা আদি এ সুখানুভব,
করিল কেমনে প্রকৃতি সনে।

অহো বুঝিয়াছি প্রকৃতির কায়,
এক খানি স্বচ্ছ মুকুরের প্রায়
বিষাদ হর্ষের প্রতিবিম্ব তায়
সুপ্রতি ফলিত হয় সঘনে ॥

তাই আজ ঐ প্রকৃতি মুকুরে,
স্বর্গীয় ছায়ার প্রতিবিম্ব হেরে
ডুবিতেছে মন হর্ষ পারাবারে,
আহা কি সুখদ যামিনী এই।

ইচ্ছা হয় আজ এ প্রাণ প্রসূনে
চারু মালা গেঁথে, বসিয়া নির্জ্জনে
উপহার রূপে অতি সযতনে,
স্বভাবের গলে পরা'য়ে দেই ॥

উদ্ঘাটিত হ'য়ে হৃদয়ের দ্বার,
সুখ স্রোতঃ বহিতেছে অনিবার
কোথায় ভাসিয়া যেতেছে অন্তর
যেন এ সাধের প্রাণেরে ল'য়ে।

জ্যোৎছনার সঙ্গে যেনরে পরাণ
গলিয়া যেতেছে হয় অনুমান,
এ স্বর্গীয় সুখ কে কৈল প্রদান
অভাগা মানবে সদয় হ'য়ে ॥

যদি—চাঁদের বিবাহ অভিনব নয়,
তবে ধরা ধামে এ আনন্দময়
হ'লো কি কারণে হ'তেছে সংশয়,
ধরাধামে আজ কাহার বিয়ে ?

আশা সুরঙ্গিনী জাগিয়া উঠিয়া
নব পরিচ্ছদে ভূষিতা হইয়া,
কারে যেন আজ হেরিবে বলিয়া,
মানসেরে ল'য়ে যেতেছে ধেয়ে।

এসুখ-নিশার আঁধারেতে আর,
ভীতির কিছুই নাহি অধিকার,
বাল-বৃদ্ধ যুবা হর্ষ পারাবার—
নীরে, সন্তরিছে-শয়ন ভুলে।

আসিবেন আজ কোন্ মহাত্মন্
এত মহোৎসব কিসের কারণ,
যাই দেখে আসি কিবা আয়োজন,
কিসের উৎসব ও সভাতলে ॥

বাহার্থে নিস্ক্রান্ত বরের প্রতি তস্য বন্ধুগণ কর্ত্তৃক
প্রদত্ত উপহার স্বরূপ কবিতা ॥

—০—

ভীমা তামসীর, প্রগাঢ় তিমির,
বিনয় করিয়া মরীচিমালী।
ঊষার বদন, করিয়া চুম্বন,
স্থবর্ণ বরণ কিরণ জ্বালি ॥
পূরব গগনে, হাঁসিয়া সঘনে,
দিতেছে প্রণয় অমিয় ঢালি।
হেরিয়া গরবে, হাঁসিল নীরবে,
সরসী সলিলে চারুমৃণালী ॥
হাঁসিল মেদিনী, হাঁসিল তটিনী,
কল কল ধ্বনি বদন ভরা।
হাঁসিল প্রকৃতি, মোহিনী মুরতি,
ঋতুরূপ কান্ত মানস হরা ॥
আনন্দে অধীর, নাচিছে সমীর,
ব্যাপিয়া সুদূর কানন নদী।
বায়ুর পরশে, নাচিল হরষে,
তরু লতা পাতা প্রসুন আদি ॥

বালার্ক-বরণ, করি বিলোকন,
বালক-অধরে ধরে না হাঁসি।
পাইয়া আলোক, হাঁসিল বালক,
হাঁসিল দ্যুলোক ভূলোক বাসী॥

কেন আজ এত, আনন্দের স্রোত
বসুধা হৃদয় প্লাবিয়া যায়।
উজলিল দিশি, চির-অমানিশি,
এত দিনে বুঝি পোহালো হায়!

কিসের আনন্দ, এত মকরন্দ,
কেনরে সংসার শুষ্ক ফুলে?
মানস মধুপ, কেনবা এরূপ,
ধাইছে আসব আশায় ভুলে॥

কমনীয় কান্তি, অশান্তির শান্তি
স্বরূপিনী কুল কামিনী গণ।
উল্লাসে মাতিয়া, হাঁসিয়া, হাঁসিয়া,
মঙ্গলাচরণে দিয়াছে মন॥

কে বলে সংসার, অনিত্য অসার,
যে বলে সে এসে দেখুক ত্বরা।
ভব অরণ্যেতে উৎসব বৃক্ষেতে,
* সুখ ফল কত র'য়েছে ভরা॥

সুরেন্দ্র ভবনে, নন্দন কাননে,
ফুটে পারিজাত মোহন ফুল।

ক্ষীরোদে অমৃত, হয়েছে উত্থিত,
যে বলে এসব তাহার ভুল ॥
এস ভ্রাতৃ গণ কর বিলোকন,
সে সকল(ই) দৃশ্য হেথায় আছে।
উৎসব সাগর, মথিয়া, বিস্তর,
পারিজাত সহ সুধা উঠেছে।
সে পুষ্প লইয়া, মনঃ সুতা দিয়া
চারু মালা গাঁথি (বসি বিরলে)
যে যারে যতনে, ভাল বাসে মনে,
পরায়ে দিতেছে তাহার গলে ॥
তঃ—চির দগ্ধ প্রাণে, সুখ সুধা দানে,
আশার ক্ষুধারে করহ দূর।
উৎসবের গীতি, গাওরে সংপ্রতি
মাতিয়া উঠুক মরত পুর ॥
ও আবার ওকি, চৌদিক চমকি,
কিসের বাজনা বাজিল-রে।
এ মহা উৎসবে, ঐ বাদ্য রবে,
হৃদয়ের তন্ত্রী নাচিল-রে ॥
ওরে বাদ্য কর, এবিশ্বের নর,
ঐ বাদ্যে বাধ্য হ,য়েছে-রে।
াতিল ব্রহ্মাণ্ড, বুঝি সুধাভাণ্ড,
ঐ বাদ্য রবে র'য়েছে-রে ॥

বীণার ঝঙ্কার, কোকিল হুঙ্কার
কামিনী ভূষণ শিঞ্জন আর—
যত রব আছে, এরবের কাছে,
গৌরব কিছুই নাই-রে তার ॥

ও গগন ভেদী রবে সুধানদী
কেন নিরবধি বেগে বহিছে।
কেন বা ও ধ্বনি, শ্রবণে অমনি
পুরুষ রমণী ধমনী নাচিছে ॥

ঐ বাদ্য রবে, যেন অদ্য ভবে,
সাদরে মানবে কহিছে ডেকে।
কে যাবিরে আয়, আয়রে ত্বরায়,
তৃপ্ত হবি যদি ত্রিদিব দেখে ॥

কিসের উৎসব, কেন কলরব,
কিছুত এখন(ও) জানিনা রে।
একি সুপ্রভাত ? তাই অকস্মাৎ
হ'য়েছে এমন ঘটনা রে ॥

কে ঐ যুবক, উল্লাস ব্যঞ্জক,
মোহন মূর্ত্তিতে সেজেছে রে।
নব পরিচ্ছদ, সুষমা বিশদ,
চারু কলেবরে শোভিছে রে ॥

শারদ অম্বরে, পূর্ণ সুধাকরে,
কত শোভা করে বিকাশ রে।

ঐ যুবকেরে, নিরখিলে পরে,
শশী দর্প হয় বিনাশ রে ॥

কিবা সুশোভিত, শিরসে কিরীট,
উজলে তাহাতে রতন রাজি ॥
চন্দ্রিমা মণ্ডলে, যেন দলে দলে,
অসংখ্য তারকা রয়েছে সাজি ॥

কি রত্নের তরে, এত সজ্জা ক'রে,
ও রত্নটী হেথা এসেছে আজি।
কিবা, বর বর্ণিনীরে, ও শরীর ধীরে,
বর বর্ণিনীতে দিয়াছে মাজি ॥

চেন চেন করি, চিনিতে না পারি,
নব বেশ দেখে হ'তেছে ভ্রম।
অহো বুঝিয়াছি, এবে চিনিয়াছি,
উনি আমাদের সুপ্রিয়তম ॥

হৃদয় দর্পণে, প্রতি ক্ষণে ক্ষণে,
যার প্রতি বিম্ব সদা উজলে।
প্রণয় সুত্রেতে, চিত্ত সঙ্গে গেঁথে,
পরা'য়েছি যারে প্রাণের গলে ॥

একি বেশ আজি, একি ভাবে সাজি,
কোথায় চ'লেছ বলহে ভ্রাতঃ।
কিসের উৎসব, কেন বাদ্য রব,
কেন—সরস বদনে হরষ এত ॥

কি রত্নের তরে, কোন্ রত্নকরে,
এত যত্ন ক'রে দিতেছ ঝাঁপ।
তুমি সুখী হ'লে আমরা সকলে,
পাসরি হে সখা মনের তাপ॥

সুধাংশু রতন, হাঁসিলে যে মন,
নিশিথিনী কালে জগৎ হাঁসে।
তুমিও হাঁসিলে, মনঃ প্রাণ খুলে
আমরাও হাসি তোমার পাশে॥

দেখ প্রিয় বর, কুসুম নিকর,
তব ও মোহন মুরতি দেখে।
যেন হে তোমারে, আলিঙ্গন তরে,
অন্তরের কথা কহিছে ডেকে॥

হরষে মগন, মৃদুল পবন,
পুষ্প-পরিমল হরণ করি।
সমীপে তোমার, দিয়া উপহার,
চুমিছে বদন সুখে শিহরি॥

বিটপী-নিচয়, প্রফুল্ল হৃদয়,
পত্ররূপ পাখা ধারণ ক'রে।
হাঁসিয়া হাঁসিয়া, শাখা প্রসারিয়া
ডাকিছে, তবাঙ্গে ব্যজন তরে॥

বিহঙ্গম কুল, সুধা সমতুল,
স্বরেতে উৎসব গীতি গাইছে।

মৃদু কল স্বনে, তটিনী সঘনে,
এ সুখ বারতা সাগরে বহিছে ॥

প্রকৃতি সুন্দরী; এ উৎসব হেরি,
হাসিভরা মুখে করিছে নৃত্য।
আবার হাঁসিছে, আবার নাচিছে,
জগৎ বাসীর তুষিছে চিত্ত ॥

জোছনা সুন্দরী, এ উৎসব হেরি
হেঁসে ঢলে পড়ে চাঁদের গায়।
বিটপীর দলে, কভু নদী জলে,
ছড়াইয়া প'ড়ে গড়ায়ে যায় ॥

মৃদুল অনিল, আবার বহিল,
আবার কুজিল রসিক পিক।
জ্ঞান হয় হেন, সে ধ্বনিতে যেন,
সুধার ফোয়ারা ছুটিছে ঠিক ॥

মৃণাল আসনে, মৃণালী সঘনে,
চাহিতেছে সখা তোমার পানে।
গুণ গুণ রবে শিলী মুখ সবে,
যেন মত্ত তব মহিমা গানে ॥

প্রতি দিন রবি, ও বিমল ছবি,
বিকাশ করেত আকাশ তলে।
স্বভাব-সুন্দরী, ঐ মূর্ত্তি ধরি,
প্রতি দিন হাঁসে এ মহীতলে ॥

কিন্তু এ প্রকার, শোভা চমৎকার,
পূর্ব্বেত কথন (ও) হেরিনি আর।
আজি কি কারণ, মরত ভুবন,
হইল এমন সুখ-আধার॥

ভব মরু ভূমে, বুঝি ভাগ্য ক্রমে,
বর্ষিল সুধার সলিল ধারা।
দগ্ধ মরু স্থল, হইল শীতল,
প্রকৃতি সহিত হাঁসিল ধরা॥

বুঝেছি এখন, তুষ্ট হ'লে মন,
সব হয় সুখে সুপরিণত।
প্রিয় চন্দ্রানন, করি বিলোকন,
তাই বিশ্ব দৃশ্য সুখদ এত॥

শিবিকারোহণে, কি রত্নাহরণে,
কোথায় যাইবে বল হে ভ্রাতঃ
কেন এত সজ্জা, বলিতে কি লজ্জা
গোপন করিয়া রাখিবে কত॥

বুঝিয়াছি চিতে, চলেছ মথিতে,
পরিণয় রূপ রত্নাকর।
অমূল্য রতন, করিবে গ্রহণ,
সমগ্র ভবের শোভা-আকর॥

কিম্বা শুভক্ষণে নন্দন কাননে,
(মন্দার কুসুম আনিবা ব'লে)

চলিয়াছ সখা, তাবে যায় দেখা,
চারু পুষ্পহার দুলা'বে গলে॥

অথবা হরষে, মানস সরসে,
নামিয়া প্রফুল্ল নলিনী তুলে।
সোহাগে যতনে, প্রণয় গ্রন্থনে,
দুলাইবে ভ্রাত হৃদয় মূলে ॥

অথবা তাহার, হৃদয়ে বিহার,
করিবা একটী দ্বিরেফ রূপে।
হেতু মধু পান ক্ষুধাতুর প্রাণ,
রাখিবা আসব কুপেতে সুঁপে॥

কচি কমলিনী, বিমল বদনী,
অতীব কোমল সহে না ভর।
ভাঙ্গেনা'ক যেন, ভাঙ্গিবে বা কেন
তুমিও রসিক নব ভ্রমর॥

কিম্বা সযতনে, প্রমোদ কাননে,
পশিয়া আনি বা কনক লতা।
বিরহ আতপে, সে লতা মণ্ডপে,
বসিয়া বিরাম লভিবে ভ্রাতা॥

হৃদয় কাননে, লতিকা রক্ষণে,
প্রণয়ের বারি করিও দান।
শুকা'বেনা তবে, কুসুমিত হবে
মন তরু শাখে পাইলে স্থান॥

অথবা আবারে, হৃদয় আগারে,
একটী প্রদীপ জ্বালিবে ব'লে।
তার (ই) আয়োজন, করিছ এখন,
এত সমারোহে এ কুতূহলে ॥

এত দিন পরে, হৃদয় পিঞ্জরে,
পুষিবে কি সখা সাধের শারী।
অতৃপ্ত আশার, তৃপ্তি এইবার,
সাধিব সে দৃশ্য নয়নে হেরি ॥

এ শুভ বাসরে, সবে সমাদরে,
দিতেছে যৌতুক কত তোমায়,
কোন্ উপহারে, আমরা তোমারে,
আহ-বান বল করিব-হায়।

অমূল্য রতন, একটী জীবন
ছিল আমাদের হে গুণবান।
তাও ত তোমারে, অতি সমাদরে
বহু দিন পূর্ব্বে ক'রেছি দান ॥

অতএব আজি, স্নেহ পুষ্প রাজি
তুলিয়া বাসনা কানন হ'তে।
গাথি মন হারে, কবিতা আকারে,
এনেছি অর্পিতে তোমার হাতে ॥

স্নেহ উপহার ভাবিয়া এ হার,
দোষাংশ ত্যজিয়া গ্রহণ ক'রে।

স্বীয় সৌম্যতার, আর মহিমার,
পরিচয় দান কর সবারে ।।

ঈশ্বরের বরে এ শুভ বাসরে
শুভ কার্য্য হোক সুখে সমাধা।
শিবা শুভঙ্করী, কৃপা দৃষ্টি করি
খণ্ডন করুন সকল বাধা ॥

তোমারই বন্ধু বর্গ—

বর আগমন।

কি শুভ সময়, হইল উদয়
এত দিন পরে আজ।
হাসিল ধরণী, বিমল বরণী,
মানস মোহিনী সাজ ॥

হরষে মগনা, নাচে দিগঙ্গনা,
রূপেতে জগত আলো।
উৎসব সুধার উৎসে বসুধার,
হৃদয় প্লাবিত হ'লো ।।

প্রফুল্লিত মতি, বাসনাব্রততী,
মঞ্জু হৃদি কুঞ্জবনে।

সুখ সমীরণে, দুলিছে সঘনে,
ভূষিত হ'য়ে প্রসূনে ॥

কল কণ্ঠ কুল, সুধা সমতুল
কাকলিতে অবিরত।
কহিতেছে যেন, "শুভ দিন হেন-
নাই এ দিনের মত ॥"

সমীর সঘনে, মধুর স্বননে,
তুলিছে বীণার তান।
হয় অনুমান, যুড়াইতে প্রাণ,
গাইছে উৎসব গান ॥

কল নিনাদিনী, রঙ্গে তরঙ্গিণী,
ডেকে জিজ্ঞাসিছে যেন।
"আজ বসুমতী, হর্ষ স্রোতস্বতী
হৃদয়ে ধরেছে কেন ॥"

আমাদের হৃদি- রূপ শৈল ভেদি
উল্লাসের নদী এবে।
কূল অতিক্রমি, লঙ্ঘি মরুভূমি,
মিশিতেছে আশার্ণবে ॥

প্রকৃতি সুন্দরী, চারু ভূষা পরি,
আনন্দে করিছে নৃত্য।
কুসুম নিকর, সুষমা-আকর
সৌরভে তুষিছে চিত্ত ॥

শশাঙ্ক ভামিনী, সুস্থির গামিনী,
যামিনী হাঁসিছে সুখে।
কুন্তলে তাঁহার, কুন্দ তারা হার,
উৎসব প্রবাহ বুকে॥
আজি নিশিথিনী, এত উল্লাসিনী,
এত বিলাসিনী কেন?
কে এসে আবার, মৌনব্রত তার,
ভাঙ্গিয়া দিতেছে যেন।
এ নিশীথ কালে, নিদ্রারূপ জালে,
জগৎ জড়িত রয়।
লতা পাতা ফুল, মহী রুহ কুল,
নিদ্রায় আকুল হয়॥
কিন্তু আজ রেতে, নিদ্রার মন্ত্রেতে,
মুগ্ধ নহে কারো আঁখি।
উৎসব অর্ণবে, নিদ্রা দেবী ডুবে,
জীবন ত্যজেছে নাকি।
মহীরুহ সবে, হাঁসিছে নীরবে,
নড়িছে পল্লব কর।
উৎসব চন্দন, অঙ্গেতে লেপন,
দৃশ্য কিবা মনহর॥
নিশার আঁধার, নাই যেন আর,
দিগন্ত আলোক ময়।

ভ্রমে সরোজিনী,　　　হাঁসিল অমনি;
ভাবিল উষা উদয় ॥

অতি হরষিতে,　　　এক সরসীতে;
একটী কুমুদ বালা।
চাঁদেরে বরিতে,　　　চলিল ত্বরিতে;
করেতে প্রণয় মালা ॥

আহা! সে বালারে,　　　স্বর্ণ অলঙ্কারে;
প্রকৃতি সাজায়ে, দিল।
তাহারি রূপেতে,　　　বুঝি এ নিশিতে;
ধরণী হ'য়েছে আলো ॥

কিম্বা আচম্বিতে,　　　খনি গর্ভ হ'তে
বাহিরিল চারু মণি।
সে মণি লভিতে,　　　নিশীতে মহীতে
নেবেছে কি নিশা মণি?

কিসের উৎসব,　　　কেন কল রব,
ধরেনা হর্ষ ধরায়।
কিসের পুলক,　　　কিসের আলোকে,
ভূলোকে দ্যুলোক প্রায় ॥

বালকেরা সবে,　　　সুমধুর রবে,
আহ্বান করিছে কারে?
স্ত্রীলোকেরা ওকি!　　　মারিতেছে উকি
কার দরশন তরে ॥

কুল বধূ সবে, চ'লেছে গরবে,
বরণের ডালা শিরে।
উৎসব তরঙ্গে, ভাসে মনঃ রঙ্গে,
অই গজগামিনীরে ॥

না জানি কারণ, অই এয়োগণ,
করিবে বরণ কারে।
কোন পুণ্যবান আজি অধিষ্ঠান
করেছেন এ আগারে ॥

ভুবন মোহন, ভূষণ শিঞ্জন,
ঢেকেছে ঢোলের রবে।
ঢোলের ধ্বনিরে, আবার ধনীরে,
হুলু রবে পরাভবে ॥

এহেন সংসর্গ, এমন সৌভাগ্য
আর কি কখন হবে?
তনু তরী সঙ্গে, প্রাণ যেন রঙ্গে,
ডুবিল সুখ অর্ণবে ॥

এই পারাবার, মাঝে এইবার,
ডুবিয়া দেখিব ভাই।
উৎসব সাগরে, সুগভীর নীরে,
স্থল পাই কি না পাই ॥

এই রত্নাকরে, কত রত্ন ধরে,
তাহাও হেরিব যত্নে।

তৎপরে জীবন, করিয়া মন্থন,
তুলিব বাঞ্ছিত রত্নে ॥

ঐ যে সে রত্ন, যার তরে যত্ন,
করিতেছে সদা প্রাণ।
দয়া ক'রে বিধি, সে অমূল্য নিধি,
করিলেন বুঝি দান ॥

কে এলোরে সাজি, সঙ্গে বাজী রাজি
অগ্নি বাজি নানা মত।
বাজিতেছে ঢোল, হইতেছে গোল,
ধাইতেছে লোক কত ॥

কেহ শিবিকায়, কেহ এলো পায়,
কেহ অশ্ব আরোহণে।
এতেক উৎসাহ, এত সমারোহ,
হলো কার আগমনে ॥

যেন ঐ ঢোল, প্রকাশিছে বোল,
এলো গুণবর বর।
হলো শুভক্ষণ, এসে রামাগণ
বরেরে বরণ কর ॥

ও বাদ্যের ধ্বনি, শুনিয়া অমনি,
নাচিল ধমনী বেগে।
কুলবতী গণ, মঙ্গলাচরণ,
করিছে রজনী জেগে ॥

সভা বর্ণনা।

—০—

কিবা মনরম, সভা নিরুপম,
নিরখি প্রাঙ্গণ মাঝে।
বিজ্ঞ বিচক্ষণ, গুণী জ্ঞানী গণ,
বেষ্টিত পবিত্র সাজে॥
পণ্ডিত প্রবর, প্রতিভা প্রখর,
প্রশংসিত সভ্যগণ।
সভাসীন হয়ে, শাস্ত্র কথা লয়ে,
করিছেন আন্দোলন॥
বিদ্যার সৌন্দর্য্যে, বুদ্ধির প্রাথর্য্যে
অসীম যশস্বী যাঁরা।
এই সভাস্থল, হ'য়েছে উজ্জ্বল,
সেই ব্যক্তি বৃন্দ দ্বারা॥
যেন শত শত; শশী সমুদিত,
হরিল চিত্তের তমঃ।
নয়ন যুগল, হইল সফল,
এ সংসর্গ স্বর্গ সম।
এ সভার শোভা, সুর-চিত লোভা,
সুকৌশলে সুরচিত।
বিজ্ঞতার স্তম্ভ, অবিজ্ঞতা রূপ
রতন পুঞ্জে খচিত॥
সৌম্যতা রঙেতে, রঞ্জিতাসনেতে,
শোভিত সুসভ্য কুল।

জ্ঞান রতনের, ঝালর গুচ্ছের,
সুষমা কিবা অতুল।
একতা স্বরূপ, অতিঅপরূপ,
স্বর্ণ তারে গাঁথা মতি।
যেন স্তরে স্তরে, মলম্বা উপরে,
পতিত মাণিক্য জ্যোতিঃ॥
অতি অপরূপ, সুকীর্ত্তি স্বরূপ,
ঊর্দ্ধে চারু চন্দ্রাতপ।
সুবর্ণ অক্ষরে, লেখা তদুপরে,
সবার বীর্য্য প্রতাপ॥
বিদ্যার বিমল, আলোক উজ্জ্বল,
চৌদিক দেদীপ্যমান।
যশের আতরে, সুঘ্রাণ বিতরে,
মোহিত সজ্জন প্রাণ॥
চারু চমৎকার, উন্নত আশার,
ব্যজন দোদুল্যমান।
শান্তির পবন, বহে অনুক্ষণ,
স্নিগ্ধ অমিয় সমান॥
সভা সুন্দরীর, কোমল শরীর,
সজ্জিত রতন হারে।
এ হেন সমিতি, রচিতে সংপ্রতি,
"ময়" দৈত্য পতি হারে॥

স্নেহ হার অর্পণ।

(বর পাত্রের প্রতি।)

এই সভা মাঝে, অপরূপ সাজে,
কে ঐ যুবক বসি।
কিবা রূপ রাশি, নভঃ হ'তে শশী,
ভূমে কি পড়েছে খসি॥
নম্রতা ভূষণ, অঙ্গে সুশোভন,
সুধী নয়ন রঞ্জন।
কি ভাবিয়া মনে, আনত আননে,
করিছেন কি চিন্তন॥
সভাসদ গণে, সৎ আলাপনে,
সুধা বর্ষিছেন যেন।
বলিব কেমনে, যুবার বদনে,
স্ফুরেনা বচন কেন?
কথা কহ ভ্রাতঃ, ত্যজ মৌন ব্রত,
কি দোষে আমরা দূষী।
না কহিয়া কথা, কেন মর্ম্মে ব্যথা,
দিতেছ হে গুণ রাশি॥
মাথাটি তুলিয়া, কথাটি বলিয়া
ঘুচাও মনের কষ্ট।
অমিয় বচন, করি বরিষণ,
শ্রবণেন্দ্রে কর তুষ্ট॥
আকৃতে তব, হয় অনুভব,
সামান্য পুরুষ নহ।

এই ভিক্ষা চাই, মনঃ খুলে ভাই,
মনের কথাটি কহ ॥
এত লোক সঙ্গে, সমারোহে রঙ্গে
কি হেতু এখানে আসা।
চিনিনা তোমায়, দিয়া পরিচয়,
পূরাও মনের আশা ॥
কেন এত রোল, কেন এত ঢোল,
বাজিতেছে অবিরত।
কি কারণে আজি, আসিয়াছ সাজি,
কেন সমারোহ এত?
কেন নারীগণ, মঙ্গলাচরণ,
করিছে তোমায় হেরে।
ছাড়ি স্বর্গধাম, তুমি গুণধাম,
এসেছ কি মর্ত্ত্য পুরে ॥
আমাদের সনে, তাই কি এক্ষণে,
কথাটি নাহি কহিবে।
এসেছ যখন, অবশ্য তখন,
কথা কহিতেই হবে।
মস্তক উপর, কিরীট সুন্দর,
কে তব পরা'য়ে দিল।
হেরিয়া তোমারে, হৃদয় মাঝারে,
পশিল পবিত্র আলো ॥
তুমি আমাদের, স্নেহ ভাণ্ডারের,
একটী অমূল্য রত্ন।

তাই আজ চিত, প্রাণেরি সহিত
করিছে তোমায় যত্ন ॥
চিনি না যাহারে, কেন বা তাহারে,
এত ভাল বাসে মন।
কি গুণ করিয়া মনকে কাড়িয়া,
লইলে হে মহাত্মন্।
বাসনা হৃদয়ে, প্রাণ বিনিময়ে,
তোমারে হৃদয়ে রাখি।
স্নেহ সূত্রে গেঁথে, রেখে হৃদয়েতে,
পলকে পলকে দেখি ॥
ওহে গুণ ধাম, যদি হ'য়ে বাম,
কথাটি এবে না কও।
না পুরালে আশা, তবে ভালবাসা,
ফিরাইয়া দিয়া যাও ॥
যে হও সে হও, কও বা না কও
স্বীয় অন্তরের কথা।
আমাদের চিত্তে, তোমার নিমিত্তে,
স্নেহ রৈল কিন্তু গাঁথা ॥
তুমি আমাদের, ভাগ্য আকাশের
একটি সৌভাগ্য শশী।
হৃদয় মাঝারে, এস দয়া ক'রে,
কি হেতু তথানে বসি ?
মানস আসনে, বসা'য়ে যতনে,
আশা হার পরাইব।

স্নেহ ভক্তি আর, বিবিধ প্রকার,
কুসুমেতে সাজাইব॥
সতত নির্জনে, প্রাণের ব্যজনে,
প্রণয় বাতাস দিব।
হৃদয় মন্দির, পরিহরি, ধীর।
কি সুখ ওখানে তব॥
শশাঙ্কের প্রায়, নিরখি তোমায়,
আমাদের আঁখি তারা।
তারা সম হ'য়ে, তব পানে চেয়ে,
বর্ষে আনন্দাশ্রু ধারা॥
কিবা শুভক্ষণে, হৃদয় দর্পণে,
তব প্রতিবিম্ব খানি।
সুপ্রতি ফলিত, হলো আজ ভ্রাতঃ
এহৃদয় ধন্য মানি॥
যাবৎ এপ্রাণ, দেহে অবস্থান,
করিবে হে প্রিয়তম্।
স্মৃতি যত দিন, রবে, তত দিন,
না ভুলিব তব নাম॥
সৌম্যতা আকর, সুধীর সুন্দর,
সৎকুল জাত প্রসূন।
কোন্ বিধি হায়! সৃজি লা ধরায়,
একাধারে এত গুণ॥
তুমি গুণাকর, নব জলধর,
সদৃশ বাসনাম্বরে।

হ'য়েছ উদয়, নিরখি তোমায়,
মন শিখী নৃত্য করে ॥
এ প্রাণ চাতক (অতি ভয়ানক,)
নিদাঘ পীড়নে সারা।
তোমারি কৃপায়, লভিল ত্বরায়,
সুধার সলিল ধারা।
কি গুণ জানহ, প্রকাশিয়া কহ,
শুনিতে বাঞ্ছা অন্তরে।
কি মন্ত্রের জোরে, শুষ্ক সরোবরে ॥
ফুটাইলে সরোজে রে ॥
নাচাইলে "মনে" বাচাইলে বনে,
বজ্রাহত শুষ্ক তরু।
স্নিগ্ধ নীর রাশি, হরষে বরষি,
সরস করিলে মরু ॥
চির অন্ধকারে, তুমি কৃপা ক'রে,
দেখালে পবিত্র আলো।
এত দিন পরে, বিধাতার বরে,
চির আশা পূর্ণ হলো ॥
দরশন মাত্র, নেত্র সুপবিত্র,
হলো আমা সবাকার।
তুমি গুণাধিপ, কুলের প্রদীপ,
কুল উজলিছ কার ॥
হৃদয় মাঝারে, সুবর্ণ অক্ষরে,
তোমারি মহিমা গীতি।

লিখিয়া রাখিব, যতনে গাথিব,
স্বরসে পূরিব ক্ষিতী ॥
দেখ মহাত্মন্, তোমারে এখন,
সকলেই আহ্বানিছে।
প্রকৃতি সুন্দরী, আনন্দে শিহরি,
তোমারে যেন ডাকিছে ॥
মহীরুহ গণ, শাখা প্রসারণ,
করিয়া হরষ ভরে।
সুপত্র ব্যজন করেছে ধারণ,
তোমায় ব্যজন তরে ॥
লতা বধূ সবে, অনন্ত উৎসবে,
সুখের লহরে ছুলি।
অতি সমাদরে, ডাকিছে তোমারে,
হৃদয়ের দ্বার খুলি ॥
উপেক্ষিয়া চাঁদে, তোমাকেই সাধে,
আহ্বানিছে তারা দল।
কুমুদ তোমারে, আহ্বান তরে,
হাসিতেছে অবিরল ॥
জ্যোছনা, সুন্দরী, তব ওষ্ঠ'পরি,
হাসিতে মিশিতে চায়।
তাই হেঁসে হেঁসে, মনহরা বেশে;
সাধিছে যেন তোমায় ॥
পক্ষীকুল সবে, সুধা সম রবে,
তুষিতেছে হে তোমারে।

সুধাংশু তোমারে, দরশন তরে;
হাঁসিছে সুনীলাম্বরে ॥
সবাই হাঁসিছে, সবাই তুষিছে;
সবাই বাসিছে ভাল।
কি এক প্রকার, উচ্ছাসে সবার,
হৃদয় প্রমত্ত হ'লো ॥
সমীরণ আসি, পরিমল রাশি
হরিয়া বন ফুলের।
সকাশে তোমার, দিয়া উপহার,
তৃপ্তি সাধিছে মনের ॥
প্রসুন সমূহ, করি সমারোহ,
আহ্বানিছে হে তোমায়।
বাসনা কাহারো, হ'য়ে চারু হার,
দুলিবে তব গলায় ॥
সরোজ তোমার, অই সুষমার,
তরঙ্গে ভাসিতে চায়।
আলাপের তরে, গোলাপ তোমারে,
আহ্বানিছে সর্ব্বদায় ॥
মালতী রূপসী, (ও তনু পরশি)
আশা করে আলিঙ্গনে।
চম্পকের সাধ, ঘুচাবে বিষাদ,
ও চারু মুখ চুম্বনে ॥
রজনী গন্ধার, মনের আঁধার,
তুমিই করিলা দূর।

তাই এনিশায়, তুষিছে তোমায়,
বিতরি ঘ্রাণ প্রচুর ॥
বেল মল্লিকার, আশা অনিবার,
বাসরে শয্যায় রবে।
গন্ধ নাই যার, অভিলাষ তার,
মুকুটে মিলিত হবে ॥
সুরভী যে ধরে, ফুল শয্যা'পরে,
হেঁসে হেঁসে সে, গড়াবে ॥
কোন ফুল ভাবে, এয়ো সেজে যাবে,
তোমায় বরণ তরে।
ভাবিতেছে কেহ, দূরে থেকে দেহ,
যুড়াবে বিবাহ হেরে॥
কেহ বা তোমারে, হৃদয় মাঝারে,
রেখে ধন্য হ'তে চায়।
ফুল প্রতি চাও, বাসনা পূরাও,
রসিক দ্বিরেফ প্রায় ॥
বিরলে বসিয়া, কুসুম তুলিয়া,
কোন কোন কুল বালা।
বিবাহ বাসরে, অর্পিতে তোমারে,
গাঁথিছে চিক্কণ মালা
কি ধনের দ্বারা, তোমারে, অমিরা,
তুষিব হে, সমাদরে।
এমন কি ধন, আছে মহাত্মন্,
তব যোগ্য হ'তে পারে ॥

এক্ষুদ্র হৃদয়ে, ক্ষুদ্র চিত্ত ল'য়ে,
অতি ক্ষুদ্র প্রতিভায়।
কি প্রকারে তব, মহিমা বর্ণিব,
এই ক্ষুদ্র রসনায়॥
কি রতন দিব, কি দিয়া তুষিব
আমরাই যে—তোমার।
কেবল কিঞ্চিৎ, আছয় সঞ্চিৎ,
"স্নেহ কুসুমের হার॥
ঘৃণা না করিয়া, কৃপা বিতরিয়া,
যদ্যপি গ্রহণ কর।
কর অনুমতি, এনেছি সংপ্রতি
"স্নেহ হার এই ধর॥
এ সাধের প্রাণ, তোমারে ত দান,
করেছি দর্শন মাত্র।
প্রাণ চেয়ে আর, কি আছে কাহার,
সংসারেতে প্রিয় পাত্র॥
হায় কি কারণে, সলজ্জ বদনে
রহিয়াছ গুণময়।
এ সজ্জার কালে, ও মুখ মণ্ডলে,
লজ্জার কি শোভা পায়॥
যে চন্দ্র বদন, করিতে চুম্বন,
কুমুদ সতত চায়।
হ'য়ে নবঘন, সে চারু বদন,
ব্রীড়াতে চুমিলহায়।

কিম্বা অভিমান, ভরে মুখ ম্লান,
করিয়াছ সদাশয়।
কি অবমাননা, হ'য়েছে বলনা,
ক্ষমিবে না কি কৃপায় ॥
অহো যে কারণে, সলজ্জ বদনে,
বসিয়াছ সভামাঝে।
বুঝেছি এখন, হ'য়েছ অমন,
পরিয়া বরের সাজ ॥
না হইলে বর, ওহে প্রিয়বর,
তুমি কি হেথা আসিতে ?
তুমি কি মোদের, আধার হৃদের,
তম রাশি বিনাশিতে ॥
বিধাতার বরে, পেলাম তোমারে,
বর বেশে সভাতলে।
চির আশা লতা, হইল ফলিতা,
আমাদের ভাগ্য ফলে ॥
নব ঋতুপতি, মিলনে যেমতি,
প্রকৃতি প্রফুল্ল হয়।
তব আগমনে, তেমনি এক্ষণে,
প্রফুল্ল হলো হৃদয়।

তোমারই বন্ধুগণ।

পরিণয়োৎসব।

আহা কিম্বদৃশ্য! আজ যেন বিশ্ব,
মত্ত পরিণয়োৎসবে।

দিগঙ্গনা সবে অতীব উৎসবে।
বরিছে অম্বর দেবে॥
প্রসূন নিকর, প্রফুল্ল অন্তর,
বরিতেছে সমীরণে।
লতিকা সাদরে, বরিছে দ্রুমেরে,
দাড়ায়ে বিজন বনে॥
তটিনী হাঁসিয়া, প্রবাহ তুলিয়া,
বরিছে বারি নিধিরে।
প্রকৃতি হরষে, মোহিনী সুবেশে,
ঋতুরে বরিছে ধীরে॥
ব্যাপি নভঃদেশ, নক্ষত্র অশেষ,
হাঁসিতেছে ধীরে ধীরে।
যেন তারা সবে, চলেছে উৎসবে,
বরিতে কলা নিধিরে॥
দিক্ বালা সনে, হরষিত মনে,
আসি সব সুর বালা।
চাঁদেরে বরিতে, চলেছে ত্বরিতে,
শিরেতে বরণ ডালা॥
কুলু কুল ধ্বনি, তুলি শৈবলিনী,
হাসিছে অসীম সুখে।
সেই কুলু ধ্বনি, যেন হুলু ধ্বনি,
এই বিবাহ কৌতুকে॥
সুনীল অম্বর, শোভিল সুন্দর,
চারু চন্দ্রাতপ প্রায়।

বিভুর কৌশলে, (ভুবন উজলে)
হীরকের কাজ তায় ॥
জ্বলিছে অমনি, স্তূপাকারে মণি,
কোটী কোটী দীপমালা।
পারিজাত হার, গাঁথিয়া আবার,
সাজায়েছে সুর বালা ॥
স্বভাব সুন্দরী, নিশা সঙ্গে করি,
বাসর জাগিছে সুখে।
বর পাত্র সনে, রস আলাপনে,
সুখেরে স্থাপিছে বুকে ॥
শাখী পরে বসি, মৃদু মৃদু হাসি
দুই একটী বিহঙ্গিনী।
সাজিছে সত্বরে, সঙ্গীতের তরে,
বাসরে হ'তে সঙ্গিনী ॥
সুমধুর গানে, সুললিত তানে,
তুষিবে শশীর চিত।
এ সুখ যামিনী, নিরখি অমনি,
কে না হয় হরষিত ॥
মাতিয়া হরষে, কোথা হ'তে এসে,
বৌ কথা কও পাখী।
নব বধূ সনে, প্রফুল্লিত মনে,
সম্ভাষিল দূরে থাকি ॥
বায়ুর স্বননে' জ্ঞান হয় মনে,
বাজিছে বিবাহ বাদ্য।

আহা মরি মরি, যাই বলিহারি,
কিবা শুভোদয় অদ্য ॥
এ হৃদয় মাঝে, অপরূপ সাজে,
"আশা" নামে এক কন্তে ।
চলেছে স[illegible]রে, উৎসব বরেরে,
বরণ করণ জন্যে ॥
"স্নেহ" "ভক্তি" আর, বিবিধ প্রকার
মনোবৃত্তি সমুদয় ।
বরযাত্র বেশে, যেন হেঁসে হেঁসে,
হ'তেছে অগ্রে উদয় ॥
অতি সমারোহে, সুখের প্রবাহে,
"বাসনা" সাঁতার দিল ।
বাদ্যকর ছলে, "প্রাণ" কুতূহলে,
তনু তন্ত্রী বাজাইল ॥
আকাশ ভেদিয়া, বাদ্য ধ্বনি গিয়া,
পশিল সুরেশ পুরে ।
যেন ঐ রবে, অতীব গরবে,
মাতাইছে সুরাসুরে ॥
"সময়" আসিয়া, হাঁসিয়া হাঁসিয়া,
বসি পুরোহিত বেশে ।
প্রণয় মন্ত্রেতে, পবিত্র ভাবেতে,
বিবাহ দিলেন শেষে ॥
অসীম কৌতুকে, সবে হাস্য, মুখে,
সাদরে, সুধাংশু বরে ।

"হৃদয়" যৌতুক, দিয়া কত সুখ,
লভিতেছে পরস্পরে ॥
'ইচ্ছা' 'চিন্তা' স্নেহ করিছে সংগ্রহ,
'মন' বনজাত ফুল।
মল্লিকা মালতী, বেল যূথী যাঁতি,
রজনী গন্ধ বকুল ॥
সুগন্ধি প্রসূনে, অতীব যতনে,
গাঁথিয়া চিকণ হার।
বাসরে বরেরে, পরম সাদরে,
দিতেছে স্নেহোপহার ॥
শয্যার উপরে, কিবা স্তরে স্তরে,
করিল কুসুম সজ্জা।
কুলবতী চিতে, সুখ সমর্পিতে,
লুকায়ে রহিল লজ্জা ॥
লজ্জা লুকাইল, নারীরা মাতিল,
লভিল সুখের রাশি।
বরকে লইয়া, পরাণ ভরিয়া,
হাঁসিল সুখের হাঁসি।
প্রকৃতি হাঁসিয়া, ঘোমটা খুলিয়া,
আরম্ভিল রসিকতা।
বরের মানস, করিবারে বশ,
দুলিল কনক লতা ॥
শোক দুঃখ ভীতি, কুচিন্তা প্রভৃতি
আনন্দ উচ্ছাস দেখে।

বাসর ছাড়িয়া, গেল পলাইয়া,
দুঃখজ্জ'লে মরে দুখে ॥

হর্ষোচ্ছ্বাস।

এত দিন পরে, বাসনার সরে,
ফুটিল একটী পদ্ম।
নেত্র সুখকর, সৌন্দর্য্য আকর,
মন মধুকর বদ্ধ ॥
বায়ু সুখ ভরে, প্রতি ঘরে ঘরে,
ঘোষিছে সুখ সংবাদ।
বামাগণ সবে, মগ্ন সুধার্ণবে,
খণ্ডিল চিত্ত বিষাদ ॥
তরুণী তরণী, পূর্ণ মুক্তা মণি,
ডুবিল আনন্দ নীরে।
দেখি পুরুষেরা, ঝাঁপ দিল ত্বরা,
সে তরী উদ্ধার তরে ॥
(অতল যে বারি, তার তলে তরী
ডুবিলে কি তোলা যায় ?
তরঙ্গে পড়িয়া তরী না পাইয়া,
শেষে হাবু ডুবু খায় ॥
আবার তখনি, কাঁপায়ে ধরণী,
বাজিল বাদ্য গম্ভীর।
সে ধ্বনিতে পুনঃ, উছলে দ্বিগুণ,
উৎসব সিন্ধুর নীর ॥

কি সুদৃশ্য আহা। হেরিলাম যাহা,
বর্ণিব কেমনে হায়।
কোন বর্ণ হারে, কোন অলঙ্কারে,
রচিব কোন্ কথায় ?॥
এস ভ্রাতঃ গণ, কর বিলোকন,
ভূতলে অতুল শোভা।
এই সভামাঝে, কোটি দ্বিজরাজে,
বিকাশিছে চারু বিভা॥
এক শশধরে, হেরেছি অম্বরে,
কোটি শশধর ভূমে।
সুখ সিন্ধু জলে, উৎসব হিল্লোলে,
জ্যোছনা খেলিছে ক্রমে॥
হৃদি সরোবর, শোভিল সুন্দর,
ও শশীর প্রতিবিম্বে।
চকোর নাচিল, কুমুদ হাঁসিল
নিরখিয়া অবিলম্বে॥
শুনেছি পুরাণে, নন্দন কাননে,
ফুটে পারিজাত ফুল।
সেই পুষ্পরাজি, কে আনিল আজি॥
সাজা'তে সভা অতুল॥
হর্ষের সংপ্রতি, জীবন্ত মূরতি,
হেরিতে বাসনা যার।
অদ্য সভা স্থলে, এসে কুতুহলে,
দেখে যাক্ এক বার॥

বর কলেবর, কিবা মনোহর'
বর বর্ণিনী মর্দ্দিত।
যেমন বিমল, কমলের দল,
স্বর্ণ রেণুতে মার্জ্জিত॥

উদ্বাহ।

বিধাতার বরে, এত দিন পরে,
চন্দনের তরুবরে।
হেম ময়ী লতা, হইল জড়িতা,
ত্রিভুবন আলো ক'রে॥
কুমুদ সুন্দরী, শশধরে ধরি,
আনিল সরসী জলে।
তাই শশী ধীরে, স্বচ্ছ বাপী নীরে,
খেলে প্রতি বিম্ব ছলে॥
তারা রাজী মাঝে, পূর্ণ দ্বিজরাজে,
পরশিল' ধ্রুব তারা।
এ দৃশ্য নয়নে, হেরি শুভক্ষণে,
ধন্য হ'লো আঁখি তারা॥
প্রসন্ন সলিলা, ধরাধর বালা,
উর্ম্মি মালা করে লয়ে।
অতি কুতুহলে, জল নিধি কোলে,
মিশিল পবিত্র হ'য়ে॥
চির তমস্বিনী, লুকাল অমনি,
হেরিয়া উদ্বাহ ঊষা।

হৃদয়ের মণি, লভিল নলিনী;
পরিল কনক ভূষা॥
মানস সরসে, অসীম হরষে,
ফুটিল স্বর্ণ নলিনী।
(সৌরভেতে ভুলি, মদকল অলি
ধাইল সুখে অমনি॥
করি মহা ঘটা, বরট বরটা,
মৃণাল চুমিল তার।
চঞ্চু পুটে পুনঃ চুম্বিয়া বদন,
সানন্দে দিল সাঁতার॥
ক্ষীরোদে অমৃত, হইল উত্থিত,
বিবিধ রত্ন সহিত।
এ অপূর্ব্ব দৃশ্যে, এ অনন্ত বিশ্বে
সবারি চিত্ত মোহিত॥
অমা নিশিথিনী, লুকাল অমনি,
পূর্ণিমা যামিনী এলো।
ভালে অপরূপ, সুধাংশু স্বরূপ,
ললাটিকা উজলিল॥
নবীন নীরদে, অতীব আমোদে,
খেলিল স্থির চপলা।
উৎসবের নীরে, আশা তটিনীরে,
ক্রমে করিছে প্রবলা॥
এত দিন পরে, সোণার পিঞ্জরে
পশিল সুবিহঙ্গিনী।

বিষ্ণুর হৃদয়ে, বিশ্ব উজলিয়ে,
শোভিল কৌস্তুভ মণি ॥
উৎসব তরঙ্গে, শশধর সঙ্গে,
সোণার কুমুদ ভাসে।
যে দৃশ্য ধরায়, হ'লো চাঁদিমায়,
এ দৃশ্য নাহি আকাশে ॥
দম্পতী হৃদয়ে, পবিত্র প্রণয়ে,
থাকুক অক্ষুণ্ণ ভাবে।
অমর বৈভব, অতীব দুর্লভ,
সম্ভোগ করুক ভবে ॥
এ স্বর্গীয় দৃশ্যে, চির দিন বিশ্বে,
হোক শান্তি নিকেতন।
চির লুব্ধ নেত্র, হউক পবিত্র,
এ শোভা ক'রে দর্শন ॥
কি সৌভাগ্য হায়! (বিধির কৃপায়)
হেরিনু শোভা অতুল।
এ ভব মরুতে, কাঞ্চন তরুতে,
ফুটিল হীরার ফুল ॥
ভুবন রঞ্জন, এ হেন রতন,
অলকায় কভু নাই।
বহু ভাগ্য ফলে, আজ সভাতলে,
স্বচক্ষে হেরিনু তাই ॥
দম্পতীর প্রতি, সদা প্রজাপতি,
করুন সুশান্তি দান।

দেবতা সকল, করুন কুশল,
হইয়া করুণা বান ॥
শিব শিবা ঠাঁই, প্রার্থনা সদাই,
করুন শিব প্রদান।
অদ্য সভাস্থলে, হউক কুশলে,
শুভ কার্য্য সমাধান ॥
আনন্দ প্রবাহে, সুখের উৎসাহে,
নিরানন্দ ভেসে গেল।
পূর্ণ অভিলাষ, উদ্বাহ উচ্ছ্বাস,
হৃদয়োচ্ছ্বাসে মিশিল ॥

ইতি প্রথম ভাগ সমাপ্ত ॥

বাসর রহস্য।

প্রফুল্ল নিশার পবিত্র বদনে,
খেলিল অমিয় জ্যোছনা হাঁসি।
আহা! সেই হাঁসি স্বর্ণ হার রূপে,
তটিনীর নীরে যেতেছে ভাসি ॥
২ আবার হাসিল নৈশ বিহায়স্,
নক্ষত্র দশন রাজী বিকাশি।
আবার হাঁসিল মলয় পবন,
চুমিয়া সুগন্ধ কুসুম রাশি ॥

৩ আবার হাঁসিল কুমুদ সুন্দরী,
পূর্ণ সুধাংশুর প্রেম প্রয়াসী।
আবার হাঁসিল পূর্ণ সুধাকর,
বিমল কিরণে উজলি দিশি ॥

৪ প্রিয়তমা যামিনীর সুকুন্তলে,
পরাইয়া দিল রতন রাশি।
আবার হাঁসিল নক্ষত্র নিকর,
নিশার বিরহ তিমির রাশি ॥

৫ প্রকৃতি সুন্দরী নিশা আগমনে
কোমল শয্যায় শায়িতা ছিল।
মনে আশা ছিল ঘুমাবার তরে,—
কিন্তু সে আশায় নিরাশ হ'লো ॥

৬ পল্লীর মাঝারে উৎসব লহরী,
কোলাহলে গ্রাম প্রতিধ্বনিত।
তালে তালে সব বাদ্যকর গণ,
সাধ্যমত বাদ্য বাদনে রত ॥

৭ কাজেই প্রকৃতি মেলিল নয়ন,
কোন ক্রমে আর হলো না ঘুম।
জাগিল তাহার সহচর সব,
লাগিল এক বিষম ধুম ॥

৮ রজনী সুন্দরী শিহরি জাগিল,
তরু লতা ফুল জাগিল সবে।
পর্ব্বত কন্দর কানন জাগিল,
জাগিল হাঁসিল সবে নীরবে ॥

৯ এহেন সময়ে চন্দ্রের আলোকে,
এক রম্য বনে লতাকুঞ্জ মাঝে।
স্বর্ণলতা এক বাতাসে দুলিয়া,
পত্রাবগুণ্ঠনে মোহিনী সাজে

১০—পরশিয়া এক তমাল তরুরে,
লাজ ভরে যেন আনত মুখী।
আপনার মনে কতই হাঁসিল,
স্বর্গ বাসী সম হইল সুখী॥

১১ অন্য লতা পুঞ্জ হরষিত মনে,
তমাল তরুরে কহিল হেঁসে।
ওহে তরুবর কেমন লতাটী,
পেয়েছ, এ সুখ কাননে এসে॥

১২ বহু ভাগ্য ফলে তরু হ'য়েছিলে,
তাই পেলে হেন কনক লতা।
কোলে ক'রে নিয়ে সোহাগে চুম্বিয়া,
প্রকট স্বভাবে সুরসিকতা॥

১৩ তরুবর কহে হে সুন্দরীগণ।
এ লতায় আজ(ও) ফুটেনি ফুল।
হায়! এ লতা কি সুখ এখন,
চাহে না এদিকে দ্বিরেফ কুল॥

১৪ অতি ক্ষুদ্র তম এ স্বর্ণ লতাটী,
বেষ্টন করিবে কেমনে শাখা।
সুদৃঢ় বন্ধনে বান্ধিতে এখন,
পারে না পারে না যেতেছে দেখা॥

১৫ তোমরা সুন্দরী অন্য তরু ছাড়ি,
এ লতা কুঞ্জেতে মিশেছ এসে,
কত শাখী বরে সুদৃঢ় বন্ধনে,
ধরেছ তোমরা মনঃ আবেশে ॥

১৬ মনোরম ফুল, মনোরম ফল,
তোমাদের অঙ্গে করিছে শোভা।
আমি তুচ্ছ মহীরুহ বইত নই,
তোমরা মুনির মানস লোভা ॥

১৭ বিষয়ে বিরাগী যদি মহা যোগী,
এ কাননে যোগ সাধনে ব'সে।
তোমাদের রূপ হেরিলে তাদের,
দ্যুলোকের সুখ ভূলোকে আসে ॥

১৮ ধন্য তপঃ তার ধন্য জপ তার,
এহেন কাননে যে যোগী রহে।
ধন্য সেই বায়ু যে বায়ু আসিয়া,
তোমাদের পুষ্প সুরভী বহে ॥

১৯ ধন্য সেই পক্ষী যে পক্ষী সতত,
সুন্দরী লতার লভয় সঙ্গ।
আমার জীবন সফল হইল,
নিরখি সুচারু লতিকা অঙ্গ

২০ নন্দন বনের লতা কি তোমরা?
ধরাধামে আজ হেরি কি হেতু।
বিধি কি দুঃখের সংসার সাগরে।
লতায় রচিবে সুখের সেতু ॥

২১ প্রকৃতির রাজ্যে অমূল্য তোমরা,
ঋতুপতি যাচে যাদের কৃপা।
শোক দুঃখ চিন্তা বিলয় কারিণী,
সংসার সুখের মূল স্বরূপা॥

২২ তমালের বাক্য শুনিয়া অমনি,
হাঁসিয়া কহিল একটী লতা।
সাবাসি তমাল ভাল ভাল ভাল,
শিখেছ হে ভাল সুরসিকতা॥

২৩ কে বলে তোমায় তমালের তরু,
ছদ্ম বেশে কেন আসিলে হে।
কোন বনে ছিলে চন্দনের তরু,
কে তোমায় হেথা আনিল-হে॥

২৪ এসুখ কানন শোভিল সুচারু,
আহামরি কিবা মোহন বেশ।
তুমি কি সুখের জীবন্ত মূরতি
নাই কি তোমাতে দুঃখের লেশ॥

২৫ তুমি হে চন্দন পবিত্র বিটপী,
কে বলে তোমাতে ফলে না ফুল,
ঐ যে তোমার নবীন শাখায়,
সারলের ফল শোভে বিমল॥

২৬ ভাগ্য ফলে মোরা ওফল হেরিনু
জনম সফল তাহাতে মানি।
আহা কি সৌন্দর্য্য ভুবন মোহন,
উজ্জল ক'রেছ রূপে ধরণী॥

২৭ এস হে চন্দন হৃদয় পাষাণে।
ভালবাসা রূপ সলিল দিয়ে।
ঘর্ষণ করিয়া মাখি কলেবরে,
এ তাপীত তনু যা'ক যুড়ায়ে ॥

২৮ তোমারি শীতল পল্লবের তলে,
মন পাখী মোর বিরাম লবে।
মৃদুল উৎসব সমীর বহিবে।
ছায়াতে জীবন শীতল হবে ॥

২৯ লতাটী যদিও ফুল ফল হীনা,
তা বলিয়া মনে করোনা দুঃখ।
সময়ে ফলিবে রসময়ী লতা,
পাবে রসময় কতই সুখ ॥

৩০ হেন কালে আসি আর একটী লতা,
হাঁসিয়া তাহারে কহিলে—রে।
কারে ভেবেছিস চন্দনের তরু,
কিসে তোর মনঃ মোহিল রে ॥

৩১ আমি দেখিতেছি—শিমুলের তরু,
সদৃশ যে ওটি অসার কায়।
ফুলে গন্ধ নাই রঙের চটক,
শরীরে কণ্টক ভীষণ তায় ॥

৩২ শুনি তরুবর হাঁসিয়া কহিল,
কাঁটা দেখে ধনী করো না ভয়।
তোমারে দেখিয়া শিহরিল অঙ্গ,
ও গুলি কখন (ও) কাঁটাত নয় ॥

৩৩ কুসুমে সৌরভ আছে কিনা মম,
কেমনে তা তুমি জানিবে বল।
আছয় গৌরব আছয় সৌরভ,
তুমি তা বুঝিতে পারিবে না গো ॥

৩৪ অরসিকা লতা তুমি সুবদনী
চিনিতে পার না রাঙ্ কি সোণা।
অসার ভাবিছ তুমি যে আমায়,
সে তব সুদ্ধই বিড়ম্বনা ॥

৩৫ রতনের মর্ম্ম নেত্র হীন জনে,
পরিজ্ঞাত কভু হইতে নারে।
নাসিকায় ছিদ্র নাই গো তোমার,
সৌরভ জানিবে কেমন ক'রে ॥

৩৬ শুনিয়া লতিকা হাঁসিয়া আকুল,
কহিল তরুকে সরস ভাষে।
ক্রোধ ক'র নাহে রসের বিটপী,
সামান্য লতার এ পরিহাসে ॥

৩৭ শুনি তরুবর হাঁসিয়া কহিছে,
আমি কি বুঝিনে ও রসিকতা ?
একি সজ্জা আজ লজ্জাবতী লতা,
লজ্জারে বিদায় দিয়াছ কোথা ॥

৩৮ এমন সময়ে কুঞ্জবন মাঝে,
কূজিল সুস্বরে একটী পিক।
স্বরগ হইতে সুধাভাণ্ড যেন—
ধরাতলে ভেঙে পড়িল ঠিক ॥

৩৯ সেই সাড়া পেয়ে মাতিল কানন,
পিক বধূ সুখে উঠিল জেগে।
পিক রাজে আসি ঘেরিল তাহারা,
আরম্ভিল রঙ্গ প্রেম সোহাগে॥

৪০ একটী বিহঙ্গে বহু বিহঙ্গিনী,
ঘেরিল যখন আসিয়া রে।
যেন শত শত গোপাঙ্গনা মাঝে,
কানাই ধসিল হাঁসিয়া রে॥

৪১ যেন শত শত তারকার দল,
পূর্ণিমার চাঁদে ঘেরিল রে।
যেন শত শত কুসুমের মাঝে
একটি ভ্রমর শোভিল রে॥

৪২ যেন শত শত বিজলীর কোলে,
এক জলধর নাচিল রে।
যেন শত শত তটিনী আসিয়া,
সিন্ধুর হৃদয়ে মিশিল রে॥

৪৩ এক বিহঙ্গিনী হাঁসিয়া কহিল,
ওহে পিক রাজ বচন শুন।
এহেন নিশিতে, সুনিদ্রা ভাঙ্গিতে,
পেঁচকের মত কূজিলে কেন?

৪৪ আগেত জানিনে কোকিল সাজিয়া,
এসেছ পেঁচক রস কাননে।
ছিছি লাজে মরি মর্ম্মে ব্যথা পাই,
কুকণ্ঠে তোমার কুরব শুনে॥

৪৫ অন্য বিহঙ্গিণী হাঁসিয়া কহিল,
—কালামুখী চুপ্ করিয়া থাক্
পেঁচক ত নহে (আমার বিচারে)
ডাক শুনে জ্ঞান হ'তেছে কাক ॥

৪৬ ওহে বিহঙ্গম, ঘুচাও এভ্রম,
আর একবার কর কূজন।
দেখি দেখি তুমি কাক কি পেঁচক,
কিম্বা কল কণ্ঠ মন মোহন ॥

৪৭ শুনিয়া বিহঙ্গ কহিল হাঁসিয়া,
ছাড়হ চাতুরী বুঝেছি ধনী।
কেন এলে তবে মোহিত হইয়া,
না শুনিলা দিশ মধুর ধ্বনি ॥

৪৮ এমন সময়ে গগমন মণ্ডলে,
চন্দ্রিমারে ঘেরি তারকা দল।
হাঁসিয়া হাঁসিয়া আকুল হইয়া,
মাতা'য়ে তুলিল আকাশ তল ॥

৪৯ ধ্রুব তারা যেন সুখে দ্রব হ'য়ে,
জ্যোছনা বসনে ঝাঁপিয়া কায়।
নব বধূ মত লাজেতে আকুলা
সুধাংশুর কোলে শোভিল হায়।

৫০ অন্য তারাগণ হাঁসি হাঁসি আসি
কহিতে লাগিলা কলা নিধিরে।
কেমনে রমণী পেয়েছ হে শশী,
বারেক ও দিকে চাওনা ফিরে ॥

৫১ ওহে শশধর তোমার হৃদয়ে
কলঙ্কের রেখা কি হেতু হেরি।
কলঙ্কীর গুণ ভ্রান্ত নর নারী
কেন গায় তাহা বুঝিতে নারি॥

৫২ শশধর কহে শুন সুবদনী,
বৃথা ভর্ৎস মোরে কি হেতু সবে।
কলঙ্কীত আমি নহি এজগতে
কলঙ্কী আমায় কলঙ্কী ভাবে, *

৫৩ তোমাদেরি বিরহ বহ্নিতে পুড়ি-
-হৃদি খানি মোর হয়েছে কালো।
তোমরা আমায় কলঙ্কী বলত,
পরিণাম তার এই কি হ,লো।

৫৪ শুনিয়া শশীর প্রেম মাথা বাণী,
নক্ষত্র নিকর হরষ মনে।
কহিল হাঁসিয়া এস নিশা মণি
ব'স আমাদের হৃদয়াসনে॥

৫৫ মনঃ সুতা দিয়ে প্রেমহার গেঁথে,
এনেছি আমরা তোমারি তরে।
গ্রহণ কর গো দয়া ক'রে শশী,
গ্রহণের ভয় যাইবে দূরে॥

৫৬ আমরা তোমার চির অনুগত,
তথাপিও তুমি না দেও দেখা।
অমানিশা কালে লুকাও কোথায়,
নির্দ্দয় হইয়া প্রাণের সখা॥

৫৭ সরলা রমণী আমরা সবাই,
তোমার হৃদয় পাষাণে গাঁথা।
আজি হে তোমায় হৃদয় পিঞ্জরে,
আবদ্ধ করিব যাইবে কোথা ॥

৫৮ ওহে শশধর রাখহ বচন,
হাঁসহ বারেক প্রাণের হাঁসি।
হাঁসুক যামিনী হাঁসুক মেদিনী,
হাঁসুক দ্যুলোক ভূলোক বাসী ॥

৫৯ কুমুদ তোমার প্রাণের প্রিয়সী,
নলিনী কি তব কেহই নয়।
কেন বা নলিনী তব কর লভি,
বিরসে সরসে মুদিয়া রয়।

৬০ পদ্মিনী এমন সুরূপের ডালি,
তারে কেন তুমি বাসনা ভাল।
কেমনে বলিব। ওহে সুধাকর
এত নহে তব বাসনা ভাল ॥

৬১ ঐ দেখ আজ একটি কুমুদ,
তোমা দেখে কেন খেলিছে লুকি।
এক একবার বদন তুলিয়া,
মিটি মিটি চেয়ে মারিছে উঁকি ॥

৬২ অতীব দুর্ব্বল কুমুদ মুকুল,
ব্রীড়ায় নবীনা বিনত মুখী,
তবু তব রূপে মোহিত হইয়া
অধীর ভাবেতে মারিছে উঁকি ॥

৬৩ কোলে করে লও হেঁসে কথা কও,
প্রেম চুম্ব দাও রসিক চাঁদ।
কচি কুমুদদিনী তাই কি উহার,
পূরা'বেনা তুমি মনের সাধ॥

৬৪ চির দিন ও কি কচিই রহিবে,
অচিরে ফুটিবে লভিয়া কর,
ফাঁদ পেতে চাঁদ ধরিতে শিখিলে,
ধরা দিতে হবে হে শশধর॥

৬৫ সভয় বালার শঙ্কা কর দূর,
সুধার আকর তুমি হে চাঁদ।
নব কুমুদের পূর্ণ কর সাধ,
বুঝাইয়া দেও সুধার স্বাদ॥

৬৬ অগ্রেতে করিলে সৎ ব্যবহার,
পশ্চাতে হেরিবা সুখ আকর।
ফাঁদ পেতে চাঁদ ধরিবে যখন,
ধরা দিতে হবে হে শশধর॥

৬৭ হাঁসি শশী কহে শুন লো সুন্দরী
ধরা দিব কি——ধরাই(ত) আছি।
ধরিয়া আমায় ধরায় রাখুক,
তা হ'লে ত আমি ত্বরায় বাঁচি॥

৬৮ কুমুদিনী রহে যে সরসীনীরে,
প্রতিবিম্ব রূপে ডুবি সে জলে—
শতধা রূপেতে হিল্লোল মাঝারে,
সন্তরণ খেলি প্রণয়ে দুলে॥

৬৯ কুমুদী আমার কৌমুদীর সুধা
আপনিই ল'বে সময় বুঝে।
স্বভাবেতে তারে সুধা সমর্পিবে
যে সুধা কিংশুক না পায় খুজে ॥

৭০ রসিকের আছে রসে অধিকার,
রসের আস্বাদ স্বতঃই পায়।
বসন্তাগমনে স্বতঃই প্রসূন,
প্রস্ফুটিত হ'য়ে ঘ্রাণ ছড়ায় ॥

৭১ মুকুলেতে পুষ্পকে ফুটাতে চায়,
গন্ধ মকরন্দ নাহিক তায়।
বরঞ্চ তাদৃশ নিঠুরাচরণে
নবীন কুড়িটি ভাঙিয়া যায় ॥

৭২ সেই কুড়িটীর সঙ্গে বিলাসীর,
হৃদয় টুকুও ভাঙিয়া যায়।
জোরেতে কখন (ও) কুসুম কি ফুটে
স্বভাবেতে যদি নাহি ফুটায় ॥

৭৩ নবীন নীরদ উদিলে অম্বরে,
স্বতঃই তাহাতে খেলে বিজলী।
সে দৃশ্য হেরিয়া পাখা প্রসারিয়া,
স্বতঃই শিখিনী করে গো কেলি ॥

৭৪ মধু পূর্ণ ফুল ফুটিলে কাননে,
ষট্‌পদ তথা স্বতঃই ধায়।
মলয় পবন স্বতঃই আসিয়া,
কুসুম সুরভী হরিয়া যায় ॥

৭৫ পর্ব্বত দুহিতা তরঙ্গিণী কুল,
সাগরাভিমুখে স্বতঃই ধায়।
স্বভাবানুগামী, সংসারের ক্রিয়া,
উপদেশ দেওয়া বিফল তায়॥

৭৬ সজীব পাদপে ধরে ফুল ফল,
মৃত তরু মুলে সুঁপিলে বারি।
ফল নাহি ফলে ফুল নাহি ফুটে
চেষ্টায় কি হয় বল সুন্দরী॥

৭৭ বিজন কাননে স্বতঃই লতিকা,
পাদপে বেষ্টন করে গো ধীরে।
তরু কি কখন ক্ষুদ্র লতিকারে,
ধরিবার তরে প্রয়াস করে॥

৭৮ অসময়ে চেষ্টা পণ্ড পরিশ্রম,
স্বতঃই কুমুদ ফুটিবে যবে।
স্বতঃই বুঝিবে সুধার আস্বাদ,
কুমুদিনী চাঁদে চিনে না কবে?

৭৯ এবে লজ্জা ভয় করুক কুমুদ,
সে কেবল তার মুকুলের সজ্জা।
ভয় পেয়ে ভয় পলাবে পশ্চাতে,
লজ্জা পেয়ে দূরে যাইবে লজ্জা॥

৮০ উর্ব্বরা ক্ষেত্রেতে বীজ সমর্পিলে,
অঙ্কুরিত তাহা স্বতঃই হয়।
ভেবে দেখ ধনী ভীম মরু ভূমী,
কখনই শস্য শালিনী নয়॥

৮১ সূর্য্যের উদয়ে রজনী লুকালে,
আলোকিত ধরা স্বতঃই হবে।
এখন প্রদীপ জ্বালিয়া কি ফল,
তৈলাভাবে তাহা নিবিয়া যাবে॥

৮২ এক ধনী কহে ওহে শশধর,
না পড়ালে পাখী বুলি কি ধরে ?
শিক্ষিত না হলে স্বভাবের রবে,
কে বল তাহারে আদর করে॥

৮৩ এরূপে গগনে চাঁদেরে লইয়া
তারাগণ কত করিছে রঙ্গ।
তা দেখে আবার নিশীথ সময়ে,
সাগরে উঠিল ঘোর তরঙ্গ॥

৮৪ শত শত নদী কল কল হাঁসি
সাগরের ক্রোড়ে মিশিছে রে॥
প্রেমে অবশঙ্গ, করি রস রঙ্গ,
কতই তরঙ্গ তুলিছে রে॥

৮৫ এক নদী কহে শুন হে অর্ণব
নিশিতে কি তব নাহিক ঘুম।
জগৎ ঘুমায় তুমি কেন এবে
জাগিয়া করিছ কিসের ধুম॥

৮৬ বারিধি কহিছে শুনলো সুন্দরী,
তোমরা খেলিছ যাহার সনে।
কখন দিবস নিশা আসে যায়
জানিবে তাহার চিত কেমনে ?

সতত হৃদয় আলো করি রও
নীলাকাশে যথা উষার রেখা।
তেমনি আমার হৃদয় আকাশে,
আলো ভাবে দেও তোমরা দেখা॥

৮৮ তোমাদের মুখ হেরিব বলিয়া,
ঘুমা'তে আমার নাহিক আশা।
এত ভাল বেসে তবে কেন ধনী,
আরসিকা প্রায় কহিছ ভাষা॥

৮৯ তরঙ্গিণী কয় শুন গুণময়
ভালবাসি বটে তোমারে মনে।
কিন্তু মনে বড় কষ্ট হয় সদা
তব লবণাক্ত মুখ চুম্বনে॥

৯০ আমি অনুক্ষণ সুধাময় নীর
তোমার বদনে করি হে দান।
তুমি হে কুরস প্রদান করিয়া,
কি হেতু জ্বালাও কামিনী প্রাণ॥

৯১ বারিধি কহিছে অয়ি সুবদনী,
লবণাম্বু বলি ঘৃণা করিলে।
কপট প্রণয় ধর লো হৃদয়ে,
তাই হেন কথা আজ বলিলে॥

৯২ প্রকৃত প্রণয়ে প্রণয়ী কখন
দেখিতে কি পায় প্রণয়ী দোষ,
কুমুদ কখন (ও) কলঙ্কী চাঁদের
কলঙ্ক দেখিয়া করে কি রোষ?

৯৩ তোমরা সুন্দরী পাষাণ দুহিতা,
কত বক্র গতি কহিতে নারি।
তোমাদের চক্র বুঝিতে না পারি।
জানহ তোমরা কত চাতুরী ॥

৯৪ ফলগু নদী সেত অন্তঃশীলা বহে
জন্মাবধি তার না পাই মন।
কর্ম্ম নাশা নদী ধর্ম্ম নাশা জানি
না পরশে নর তার জীবন ॥

৯৫ এমন সময়ে এক ক্ষীণা নদী
সিন্ধুর ক্রোড়েতে লুকা"ল মুখ।
হৃদয়ের স্রোতঃ হইল প্রবল,
জোয়ারে বাড়িল অসীম সুখ ॥

৯৬ এহেন নিশীথে প্রকৃতি সুন্দরী
লতাকুঞ্জ মাঝে ঋতুর সনে।
কতই নাচিছে হাঁসিছে গাইছে
আনন্দে ভাসিছে আপন-মনে ॥

৯৭ হাঁসিয়া প্রকৃতি ঋতুরে কহিল।
গাও গুণময় একটী গান।
শুনিয়া তোমার মধুর সঙ্গীত,
যুড়াই বিরহ বিধুর প্রাণ ॥

৯৮ হাঁসি ঋতু কহে শুন প্রিয়তমে,
কেমনে সঙ্গীত গাহিব আমি।
নীরবে জগত রয়েছে ঘুমায়ে,
বিশ্ব দৃশ্য যেন শ্মশান ভূমি ॥

৯৯ কেন গান গেয়ে জাগাব জগত,
জাগিবে চমকি বিপুল ধরা।
নিদ্রার সময়ে বিশ্ব জাগাইতে,
উচিত কি, অয়ি মানস হরা।।

১০০ এমন সময়ে সমীরণ আসি,
স্বপ্রভু ঋতুর রাখিতে মান।
স্বন স্বন রবে অতীব গৌরবে,
ললিত ভৈরবে ধরিল তান॥

১০১ তা শুনি অমনি ঝিল্লি কুল যত,
ললিত বিভাসে গাইল গান।
শুনি কল্লোলিনী কল কল রবে,
গাইল রবির বিরহ গান॥

১০২ মশক আসিয়া গুণ গুণ রবে
কর্কশ সুরেতে গান গাহিল।
ওদিকে পেঁচক নীরস হুঙ্কারে,
ভীষণ সঙ্গীত যেন ধরিল॥

১০৩ শোক, দুঃখ, ভয় হর্ষাদি ব্যঞ্জক
সঙ্গীত প্রকৃতি মোহিত প্রাণে।
ঋতুর ক্রোড়েতে ঘুমায়ে পড়িল,
কি এক ভাবনা ভাবিয়া মনে॥

১০৪ কুসুম বালারা এক উদ্যানেতে
চন্দ্রমা আলোকে হাঁসিছে রে।
হেন কালে এক সুপ্তোত্থিত ভৃঙ্গ,
উষা জ্ঞানে তথা ধাইছে রে

১০৫ অলিরে পাইয়া কুসুম সমূহ
হাঁসিয়া হাঁসিয়া আকুল হ'লো।
কহিল ভৃঙ্গেরে এ নিশীথে কেন—
এসেছ এখানে বলহে বল ॥

১০৬ একটী অস্ফুট কুসুম কলিকা।
পত্র আবরণে লুকাল মুখ।
সেই কুঁড়িটীকে হেরিবার তরে,
অলির মানসে বাড়িল সুখ ॥

১০৭ অন্যফুল গণ কহে অলি প্রতি,
কেন হে কুঁড়িতে এত আদর।
কেন হে নিশীথে সুনিদ্রা ভাঙিতে
এসেছ কি রসে হইয়া ভোর ॥

১০৮ অলি কহে ধনী জাননা তোমরা।
ভ্রমর পরশে ফুটিবে কলি।
দেখিবে সকলে ক্ষণকাল পরে
আমি যে কেমন রসিক অলি ॥

১০৯ নির্মল নিশীতে কৌমুদী আলোকে
হেরি তোমাদের হসিতানন।
নিদ্রা কি আমার এসে, অপাঙ্গেতে,
তেজিঞ আসিয়াছি হেথা এখন ॥

১১০ যে নয়নে হেরি তোমাদের হাঁসি,
সে নয়নে ঘুম এসে কি আর,
যদি তন্দ্রা আসে তবু(ও) স্বপনে,
ঐ চারু মুখ হেরি আবার ॥

১১১ আধ ঘুম চোখে ঢল ঢল মুখে,
হাঁস লো যখন নিশীথ কালে।
আহা সেই হাঁসি বড় ভালবাসি,
সে হাসিতে মুনি মানস টলে ॥

১১২ কি ধন তোমরা—তোমারা কি জান ?
সেই জান্‌তে পারে ভোগ যে করে,
ইক্ষু কি কথন নিজে, জান্‌তে পারে,
কত রস সেই হৃদয়ে ধরে ॥

১১৩ ফুল কহে অলি থাম থাম থাম,
আর কাজ নাই হয়েছে ঢের
হে শঠ কপট কঠিন হৃদয়,
বচনেই মোরা পেয়েছি টের ॥

১১৪ নানা ফুলে থেকে নানা কথা শিখে,
শঠ চুড়ামণি হ'য়েছ হেন।
প্রণয় পদার্থ পরিজ্ঞাত নহ
মুখ্য কুলীনের জামাতা যেন ॥

১১৫ বার ফুলে যার গতি বার মাস।
প্রণয়ের মর্ম্ম সে কভু পায়।
একের প্রণয়ে আবদ্ধ না হ'লে
প্রকৃত প্রেমিক কেবলে তায় ॥

১১৬ এক ভালবাসা ভিন্ন ভিন্ন ভাগে,
তিল তিল করি রাখিলে পরে।
বিন্দু বিন্দু প্রেম শুকাইয়া যায়
দারুণ বিরহ রবির করে ॥

১১৭ একের প্রণয়ে হৃদয় পুরিলে
অপরের প্রেমপশিলে তায়।
ভাণ্ড উছলিয়া নাধের প্রণয়,
ভূতলে পড়িয়া গড়ায়ে যায়॥

১১৮ কতিপয় বারি ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে—
রাখিলে কি সুখ আছয় তায়।
লহর খেলেনা পিপাসা হরে না'
বিন্দু বিন্দু বারি শুকা'য়ে যায়॥

১১৯ বাক্যেতে কেবল পরিপক্ক তুমি
মকরন্দ লুটে মারহ দৌড়।
প্রণয়েতে অন্ধ বার ফুলে শুধু
(ধূর্ত্ত চূড়ামণি) আসব চোর॥

১২০ বিশেষতঃ তুমি সুপুষ্প ত্যজিয়া
কিংশুকে কি সুখে প্রকট প্রীতি
ধিক অরসিক তুমিহে ভ্রমর,
বড়ই কুটিল তোমার রীতি॥

১২১ ভ্রমর কহিছে বড়ই বলিলে
একাকি পাইয়া আপন ঘরে।
অবলা অসার অল্প বুদ্ধি বালা
চিনিবে আমারে কেমন ক'রে॥

১২২ বার ফুলে আমি করি যে ভ্রমণ
তাহাতে আমার কি-কি দোষ বল।
বরঞ্চ তাহাতে অভিজ্ঞতালোকে
হৃদয় মাঝার করেছে আলো॥

১২৩ যার রসে যারা রসিক না হয়
তারা কি প্রেমের নিগূঢ় বুঝে।
প্রকৃত রসিকে চিনি চিটে গুড়
মোণ্ডা মুঁড়ি ভাজা সকলি খুঁজে॥
১২৪ প্রণয়ের সুধু সমালোচনার্থে
যার ফুলে মোর গমন সদা,
প্রকৃত পক্ষেতে মধু পূর্ণ ফুলে,
প্রেম সুতে মন রয়েছ বাঁধা॥
১২৫ আর(ও) ভেবে দেখ দ্বাদশ আধারে
স্থাপিলে প্রণয় হ্রাস কি হয়?
একটী দীপেতে লক্ষ লক্ষ দীপ,
জ্বালিলে সকলি সমান রয়॥
১২৬ এক রবি করে লক্ষ লক্ষ পদ্ম
প্রস্ফুটিত হয় দেখ তোমরা।
এক শশধর অনন্ত গগনে
কোটি কুমুদীর মানস চোরা॥
১২৭ এক বারি নিধি অসংখ্য নদীরে,
হৃদয়ে ধরিয়া বিহারে রত।
এক কৃষ্ণ চন্দ্র তুষিলেন ব্রজে
ষোল শত অষ্ট গোপিনী চিত॥
১২৮ বহু নায়িকার নায়ক হইলে,
অরসিক তারে ভেবনা ধনী।
এলাম যুড়াতে তাপিত হৃদয়,
কেন আরম্ভিলে নীরস বাণী॥

১২৯ কিংশুকেতে আমি বাধ্য হয়ে রই।
কিন্তু সুবদনী আমার গুণে।
কিংশুকেও মকরন্দ দান করে
তোমরা কি তাহা জাননা মনে ?

১৩০ লবণাম্বু নীর মেঘের বদনে
সুধা স্বাদ ধরে জানত ধনী।
অয়স্ আবার স্বর্ণ গুণ ধরে,
পরশ করিলে পরশ মণি ॥

১৩১ আমার পরশে কিংশুকেতে মধু
জনমিবে তায় কিবা বিচিত্র।
বলিলে তোমরা কর উপহাস,
জান না আমার প্রেম চরিত্র ॥

১৩২ হাঁসি ফুলগণ কহিছে তখন,
পতঙ্গে মাতঙ্গে তুলনা মিছে।
ক্ষিপ্তের মতন ও সব তুলনা,
তুলিতে হবে না মোদের কাছে ॥

১৩৩ তুমি কৃষ্ণ কায় কুরূপ কুঁভঙ্গি
পাকা জামে লজ্জা দেও হে বঁধু।
দেখিতেও বাঁকা কার্য্যেতেও বাঁকা
মধু পানে সুধু বচন মধু ॥

১৩৪ যাদের তুলনা তুলিলে হে তুমি
তাহারাও কভু নহে রসিক।
কে বলে রবিরে নলিনী বান্ধব,
প্রিয়া প্রাণে জালা দেয় অধিক ॥

১৩৫ এমনি নিমর্ম, পদ্মের জীবন-
-জীবন শোষণ করে সে করে।
তাইত নলিনী দল প্রসারিয়া
নীর আবরিয়া রাখয় ডরে ॥
১৩৬ ভ্রান্ত লোকে ভাবে কান্ত রূপ
দিবাকান্তে হেরি হাসে নলিনী ধনী।
তাহার মনের গূঢ় ভাব যত,
তার মর্ম্ম কথা আমরা জানি ॥
১৩৭ শশাঙ্কেরে, কবি কুমুদ বান্ধব
বলেন, তাহাও কবির ভুল।
কলঙ্কী সুধাংশু শূন্য পরে থাকে,
সে যে কুমুদীর চোখের শূল।
১৩৮ অনুকুল কভু নহে কুমুদেরে
অস্তাচলে যবে চলিয়া যায়।
কুমুদ প্রাণের প্রিয়সী হইলে,
তারে কি কখন ত্যজি পলায়?
১৩৯ সিন্ধু ক্রোড়ে নদী সুখী কভু নয়,
লবণাম্বু দোষে জ্বালিয়া মরে।
সপত্নী জ্বালায় জ্বর বহে গায়,
জোয়ার প্রারম্ভে তাই সে ফিরে ॥
১৪০ কৃষ্ণ চন্দ্র দেখ গোপিনীর কুল
মজায়ে গেলেন মথুরা পুরি।
কুবুজা পাইয়া রহিলেন ভুলি,
ব্রজ রমণীর প্রেম পাসরি ॥

১৪১ ওসব দৃষ্টান্তে ভুলিব না ভৃঙ্গ,
তাজহ চাতুরী করো না জারী।
তুমি কৃষ্ণ কায় পাষাণের প্রায়,
ব্যভারেও যাসে পাষাণ হারি॥

১৪২ অলি কহে ধনী প্রমাণ মান না
জান না চেন না প্রেমিক জনে।
প্রেমের প্রসঙ্গে বৃথা বাক্য ব্যয়,
করিয়াছি হায় অবোধ সনে॥

১৪৩ রবি নলিনীর প্রিয়তম নহে,
জীবন যে তার শোষণ করে।
অবশ্যই আমি করি তা স্বীকার,
বুঝাই আবার বিশেষ ক'রে॥

১৪৪ পদ্মিনী হরেছে রবির পরাণ,
একটী বিলোল নয়ন বাণে।
প্রাণ হারিণীর প্রাণ হরিবারে,
না হয় বাসনা কাহার মনে?

১৪৫ প্রিয়তমা প্রাণ হরণ করিয়া
স্বীয় প্রাণ সনে গাঁথিবে ব'লে
জীবন হরণে অগ্রসর রবি,
মৃণালী কেন তা নিবারে দলে॥

১৪৬ তবেই অজ্জিনী নিশ্চয় কঠিনা
রবিত কখন (ও) কঠিন নয়।
প্রাণে প্রাণ না মিশা'তে পেরে রবি
বিরহ অনলে দাহন হয়॥

১৪৭ তাই রবি অঙ্গে অনঙ্গের শিখা,
আতপ রূপেতে ছুটে নিয়ত।
কমল সুন্দরী বড়ই কঠিনা,
এত দিনে তাহা হ'লো বিদিত॥
১৪৮ আবার বলিলে পূর্ণ সুধাকর,
নহে কুমুদীর সুপ্রিয়তম।
বুঝে না রমণী প্রণয়ের মর্ম্ম,
অন্তরে নারীর বিষম ভ্রম॥
১৪৯ কুমুদীর তরে সুগভীর নীরে,
প্রতিবিম্ব ছলে ডুবেন চাঁদ।
দূরে থাকে শশী তাই কি প্রেমের
ভাল বাসা বিন্দু পড়েছে বাদ॥
১৫০ সুদূরে থাকিয়া কৌমুদী ছড়ায়ে,
করে কুমুদীর মুখ চুম্বন।
দূরে থাকে শশী কিন্তু ভেবে দেখ,
অন্তরে অন্তর নহে কখন॥
১৫১ অস্তাচলে শশী চলেগো যখন
কুমুদের পানে চাহে না ফিরে,
লাজুক চন্দ্রিমা দিবসেতে বল,
করিবে বিহার কেমন ক'রে।
১৫২ তথাপিও শশী নিঠুর ত নয়
ঘুচাইতে সেই বিরহ তাপ।
মলিন বদনে মনের বেদনে।
পশ্চিম সাগরে দেয় গো ঝাঁপ॥

১৫৩ কলঙ্কী বলিয়া নিন্দিলা চাঁদেরে
প্রেমিকের একি উচিত ভাষা,
জাননা কি ধনী জাননা তোমরা,
কলঙ্ক(ই) হয় প্রেমের ভূষা ॥
১৫৪ লবণাম্বু বলি নিন্দিলা সিন্ধুরে,
সিন্ধু কি নদীরে ভালবাসেনা।
দিবা নিশি ক্রোড়ে রাখে প্রিয়সীরে,
এক তিল তরে কভু ত্যজে না ॥
১৫৫ লহরে লহরে বদন চুম্বিয়া,
প্রেমের উচ্ছ্বাস বাড়ায় কত।
পলকে পলকে পুলকে শিহরি
স্রোতস্বিনী সনে আমোদে রত ॥
১৫৬ পূর্ণ রসবতী সদা স্রোতস্বতী,
স্বামীর সোহাগে আমি ত জানি।
তথাপি সিন্ধুরে নিন্দা কর বৃথা,
রাঙ্ কি স্বর্ণ চেন না ধনী ॥
১৫৭ রসিক কৃষ্ণেরে নির্দ্দয় কহিলা
তাহার উত্তর কি দিব আমি।
আগমে নিগমে ঘোষিয়াছে যারে
হরি দয়াময় জগত স্বামী ॥
১৫৮ তোমরা নিন্দিলে নিন্দা তাঁর নয়,
তস্করে নিন্দিলে শশী কি দূষী।
কাল রূপ নিন্দা করিলা আবার
শুনিয়া আমার পায় লো হাঁসি ॥

১৫৯ কাল রূপ যার গুণ ভাল তার,
কাল রূপে ব্রজে মজিল রাই।
কাল কোকিলের সুধা সম স্বর,
কাল মেঘ হ'তে সুনীর পাই ॥
১৬০ ফুল কহে অলি তুমি ধর্ম্ম হীন,
নব ফুল দেখে প্রণয় কর।
বাসি হ'লে আর ফিরিয়া না চাও
সেখান হইতে অমনি সর॥
১৬১ সময়ের সখা তুমি হে ভ্রমর,
অসময়ে তুমি কেহই নহ।
ধর্ম্ম ভয় নাই মধু লোভে সুধু,
বশীভূত হ'য়ে ক্ষণেক রহ॥
১৬২ এরূপে নিশীথে কুসুমে ভ্রমরে
হ'তেছে রসের বাদানুবাদ।
তা দেখে আবার হাসিছে স্বভাব,
হাঁসিছে নক্ষত্র হাসিছে চাঁদ॥
১৬৩ এহেন নিশিথে এক রম্য গৃহে
কিসের আমোদ হ'তেছে ঐ।
বিচিত্র সৌন্দর্য্যে আলোক মালায়,
দ্যুলোক ধামেরে করিছে জয়ী॥
১৬৪ সুচারু শয্যায় কে ঐ যুবক,
বসিয়া যামিনী জাগিছে রে।
রূপের গৌরবে কন্দর্পের দর্প
পলকে পলকে নাশিছে রে॥

১৬৫ কে ঐ সুন্দরী সলজ্জ বদনে
যুবকের পার্শ্বে ব’সেছে রে।
পূর্ণ সুধাংশুর কোলে যেন ঠিক
ধ্রুব নক্ষত্রটী শোভিছে রে॥
১৬৬ কেন ঐ সব নবীনা যুবতী।
ঐ পুরুষ রত্নে ঘেরেছে রে।
হাসি হাসি কত রঙ্গ করিতেছে,
উল্লাস তরঙ্গে ভাসিছে রে॥
১৬৭ অন্য নারীদের বদন মণ্ডল--
ত্যজিয়া কি লজ্জা মনের সুখে,
ঘোমটাবরণে লুকা’য়ে র’য়েছে,
একটী নবীনা বালার মুখে॥
১৬৮ কেমনে নিদ্রার মোহন মন্ত্রেরে
ঐ নারীগণ ক’রেছে জয়।
তাই আজ নিদ্রা ত্যজি ঐ গৃহ,
কোথা লুকায়েছে পাইয়া ভয়॥
১৬৯ অহো চিনিয়াছি বর কন্যা আজ
বাসর শয্যায় সুখে মগন।
তাই চারি পাশে হাস্য পরিহাসে,
রজনী জাগিছে কামিনীগণ॥
১৭০ এক ধনী কহে শুন ওহে বর,
তব সনে আজ নিশী জাগিতে।
এসেছি আমরা কুল কন্যাগণ,
একটী বাসনা হ’বে রাতে॥

১৭১ একটী সঙ্গীত গাও গুণধাম
বুঝিব কেমন রসিক তুমি।
সুরস সঙ্গীতে তুষহ জীবন
রসেতে ভাসাও এসুখ ভূমি॥
১৭২ বর কহে ধনী কি গান গাহিব
দেহতত্ত্ব কিম্বা শ্যামা বিষয়।
চুট্‌কী টপ্পা কিম্বা অন্য কিছু আর,
কর অনুমতি যা মনে লয়॥
১৭৩ রমণীরা কহে অভিরুচি মত
গাও গান যাহে মানস মজে।
উপযুক্ত পাত্রে উপদেশ বৃথা
গাও হে আপনি সুরস বুঝে॥
১৭৪ বর কহে ধনী সঙ্গীত গাহিলে,
কি পারিতোষিক দিবে আমারে।
অথবা সঙ্গীত মনোমত নহিলে,
কি শাস্তি দিবে এ সুখ বাসরে॥
১৭৫ পুরস্কার দানে প্রতিশ্রুত হও
তা হ'লে সঙ্গীত গাব এখনি।
নতুবা আমার সুরস সঙ্গীত
শুনিতে পাবে না শশী বদনী॥
১৭৬ বিশেষতঃ মম সঙ্গীত শুনিলে
কুল শীল রাখা হইবে দায়॥
তটিনী উজান বহিবে সুন্দরী
গলিত হইবে পাষাণ কায়॥

১৭৭ যেই কামিনীর শ্রবণ বিবরে,
এ সঙ্গীত রস পশিবে হায়।
অমনি তাহার ধমনীতে রস—
প্রবাহিত হবে সুধার প্রায়॥
১৭৮ শুনিলে আমার সুললিত গান
ভূতলে চন্দ্রিমা পড়িবে খসি।
সে চাঁদের সঙ্গে যদি মিশে যায়
তোমাদের ঐ বদন শশী-
১৭৯ বিধুন্তুদ তবে আকাশ মণ্ডলে
—বিধু না পাইয়া ধরায় এসে।
(বিপদ হইবে) চাঁদ ভ্রমে যদি-
তোমাদের চন্দ্র বদন গ্রাসে॥
১৮০ আর—যদি গান মনে নাহি লাগে,
তাই ভেবে বড় হ'তেছে ভয়।
কি জানি, যাহারা সুধাংশু বদনী
তাহারা কি মজে গীত-সুধায়॥
১৮১ ভ্রু ধনুর তলে নয়নের গুণে
যে শর যুড়িয়া রে'খেছ ধনী।
তাহার প্রহারে যদি বধ প্রাণ
গান গেয়ে প্রাণ হারাব ধনী॥
১৮২ অতএব যদি তোমরা সবাই
গাও গান তবে শুনিব আমি।
চন্দ্রে যদি সুধা বরিষণ হয়,
তবেই ভাসিবে মরত ভূমি॥

১৮৩ শুনি ধনী কহে কি কহিলে বর।
আমরা সবাই কুলকামিনী।
নৃত্য গীত বাদ্য কিছুই না জানি
যেন পিঞ্জরের বিহগিনী॥

১৮৪ আবার কহিলে তব গান শুনে
সুধাংশু রতন পড়িবে খসি।
পড়ে যদি চাঁদ পূর্ণ হবে সাধ
রহিবে তোমার হাঁসিতে মিশি॥

১৮৫ অথবা তোমার মুখ কান্তি দেখে
লাজেতে সুধাংশু পলায়ে যাবে,
না আসিবে রাহু অবনি মণ্ডলে,
আকাশেই চাঁদে আবার পাবে॥

১৮৬ শর দেখে শঙ্কা কর কেন মনে,
তোমার (ও) কটাক্ষে আছয় শর।
শরাঘাতে শর ছেদন হইবে,
ভয় কি তাহাতে হে গুণাকর!

১৮৭ বিশেষতঃ তব পাষাণ হৃদয়
শরেতে কখন (ও) হবে না ভেদ।
নির্ভয়ে সুরস সঙ্গীত গাহিয়া
ঘুচাও মোদের মনের খেদ॥

১৮৮ বরঞ্চ আমরা কোমল হৃদয়া
আমরা শরেতে অধিক ডরি।
শুনি বর কহে কোমলোপাদানে
কেমনে রচিত হইল গিরী?॥

১৮৯ শুন শুন ধনী গান যদি গাহি
যন্ত্র আবশ্যক হইবে তবে।
বাদ্য না হইলে তান না মিলিলে
আমিত সঙ্গীত গা'বনা তবে ॥

১৯০ সুযন্ত্র আনিয়া সুতানে বাজাও
চৌতাল কি খেম্‌টা যা মনে লয়।
তানে তানে ধনী যন্ত্র না বাজিলে,
সঙ্গীত কখন (ও) সুখদ হয় ? ॥

১৯১ ঘোম্‌টা খুলিয়া খেম্‌টা বাজাও
আমি (ও) গাহিব টপ্পা গান।
অবলা যদ্যপি তবলা বাজায়
তা'হলে সঙ্গীতে ধরিব তান ॥

২৯২ ললিত বিভাসে গাইব বিরহ
গলিত হইবে বিরহী চিত।
স্খলিত হইবে অঙ্গের বসন,
বসন্ত রাগেতে গাইলে গীত ॥

১৯৩ তোমরা যদ্যপি বাজাতে না পার,
আপনি বাজাব আপনি গা'ব !
যদি অভিমান কর লো সুন্দরী,
মান দিয়া পুনঃ মান ভাঙ্গিব ॥

১৯৪ সঙ্গীতে যখন সুধা প্রবাহিণী
কল কল রবে ধাবিতা হবে।
তোমরা সবাই তরুণী তরণী
সে সুখ তরঙ্গে ভাসিয়া যাবে ॥

১৯৫ তখন তোমরা কুল না পাইবে,
অকুলে পড়িয়া খাইবে খাবি।
পুনঃ কি তখন নাবিক হইয়া-
-ধরিতে হইবে ? তাহাও ভাবি ॥

১৯৬ বাহিতে হইবে তরণী সমূহ
তাহাওত বড় বিপদ বটে।
দূর হোক্, গান গাহিব না আমি
পড়িব কি শেষে ঘোর শঙ্কটে ॥

১৯৭ এক ধনী কহে বুঝেছি চাতুরী,
তুমি হে যুবক জাননা গান।
যে জানে সে জন, করে কি কখন,
সঙ্গীত গাহিতে এতেক ভান ॥

১৯৮ উদিলে বসন্ত নব ঋতুপতি
আপনি কোকিল কুহরি উঠে।
আপনি কুসুম হয় প্রস্ফুটিত,-
স্বতঃই মলয় অনিল ছুটে ॥

১৯৯ জোয়ার প্রারম্ভে স্বতঃই তটিনী,
উজান বেগেতে করয়ে গতি।
আপাত্রে আমরা করে অনুরোধ,
ক'রেছি দূষিত পবিত্র মতি ॥

২৫০ অরসিক সনে যামিনী জাগিয়া,
যে আগুন হৃদে উঠেছে জ্ব'লে।
প্রভাতে সে জ্বালা নিবাতে হইবে,
কেবল যুগল নয়ন জলে ॥

২০১ শুষ্ক বৃক্ষে জল বিফল অর্পণ,
বিফল উষর ভূমিতে চাষ।
অন্ধেরে বিফল দর্পণ, অর্পণ,
দর্পণের দর্প তা হ'তে নাশ॥

২০২ অগ্রেতে জানিলে আসি কি এখানে?
আসিয়া কেবল ঠকেছি হায়।
পণ্ড পরিশ্রম জাগিয়া যন্ত্রণা,
সুখোদয় কিছু নহিল তায়॥

২০৩ বৃথা সুনিদ্রারে অমান্য করিয়া
বৃথা সময়ের ক'রেছি ব্যয়।
নির্গন্ধ কিংশুকে সৌন্দর্য্য দেখিয়া,
ভ্রমরী যেমন ভ্রমেতে ধায়॥

২০৪ মৃগ তৃষ্ণা ন্যায় আমাদের আশা,
মরু ভূমি ন্যায় তোমার রস।
কি দিয়া গ'ঠেছে কোন্ বিধি তোমা
ধন্য সে বিধির হাতের যশ।

২০৫ ব্যভারে বুঝিব রূপে না ভুলিব
অদ্যাবধি এই করিনু পণ।
চাতুরীতে ভাল করেছ ব্যাপার,
খাঁটি চিনে লওয়া ভার এখন॥

২০৬ মেকির জগতে ঠেকেনি শিখেনি—
যে জন সে-জন খাঁটি কি চিনে?
সাবধান হয়ে চলিব এখন
হেরিব যখন বিদেশী বেশে॥

২০৭ শুন হে বিদেশী বলিব না বেশী,
অবলার প্রতি করোনা রাগ।
যদি পাও দোষ, পরি হরি রোষে
দিও হে কিঞ্চিৎ দয়ার ভাগ।

২০৭ শুনি বর কহে শুন লো সুন্দরী
বৃথা ভর্ৎস কেন এ সভা মাঝে।
যন্ত্র নাহি দিয়া ভর্ৎসনা করিছ,
যন্ত্রণার শর হৃদয়ে বাজে॥

২০৯ চতুরা রমণী কত ছলা জান,
কি প্রকারে আমি বুঝিব তাহা।
ব্রহ্মাণ্ডের পতি ব্রজের ঈশ্বর--
স্বয়ং অক্ষম বুঝিতে যাহা॥

২১০ আমি তবে বলি শুনহ সুন্দরী।
মধুর শিঞ্জিতে মিলাও তাল।
গাহিব সঙ্গীত মাতিয়া উঠিবে
স্বরগ মরত আর পাতাল॥

২১১ রমণীরা কহে বুঝেছি বুঝেছি
নাই হে যাহার কোন(ই) গুণ।
প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধনে অক্ষম,
ছলনে বচনে সুধু নিপুণ॥

২১২ বর কহে ধনী গুণ নাই বল
একথা জীবনে সহিতে নারি।
সংসার সাগরে তরুণী তরণী
চালাই প্রেমের সুগুণ ধরি॥

২১৩ সুবাতাস পেলে সুবুদ্ধির জোরে
সযতনে দেই তুলিয়া পাল।
গুণ না থাকিলে ঠিক রাখি কিসে
হাল পাল আর তরীর চাল॥

২১৪ এক ধনী কহে শুন শুন বর
আমরা অবলা সরলা মেয়ে।
চাষার মতন হেন রসিকতা
আরম্ভিলে কেন অবলা পেয়ে॥

২১৫ বর কহে ধনী চাষা বল কারে,
জান না চাষার ক্ষমতা কত।
কুতুহলে হল কর্ষণ করিয়া,
শস্যাদি জন্মায় বিবিধ মত॥

২১৬ রসিকা রমণী কহিছে তখন,
হলের গুণেতে ফলে কি শস্য।
উৎপাদিকা শক্তি হলেতে থাকিলে,
মরুতে ফসল হ'তো অবশ্য॥

২১৭ কাদম্বিনী যদি নীর না বরষে,
ভূমি যদি পুনঃ উষর হয়।
নিশ্চয় জানিও হলেতে চাষার,
ফল কভু ফলিবার ত নয়॥

২১৮ বর কহে ধনী জান না তোমরা
আমি যে বিলাত ফেরত চাষা।
কৃষি বিদ্যা ভাল এসেছি শিখিয়া।
করি না মেঘের নীরের আশা॥

২১৯ বিদ্যা বলে আমি অনুর্ব্বরা ভূমি
সহজে উর্ব্বরা করিতে পারি।
দোম কলে বারি তুলিয়া সিঞ্চিব
মেঘের জলের কি ধার ধারি॥
২২০ উপযুক্ত কালে বীজ সমর্পিব,
কালেতে সুফল ফলিবে যায়।
বিজ্ঞানের বলে করিব ফসল
মেঘের সাহায্য লাগে না তায়॥
২২১ শুনি ধনী কহে কি শুনিনু বর
তুমি কি এখন বিলাতী চাষা।
বিলাতী নিয়মে ফসল ফলাবে,
একান্ত অন্তরে করেছ আশা॥
২২২ দেখি কলে জল তুলিবার কালে,
দেখ যেন নদী নীরে পড়'না॥
শৈবলে জড়িত হইলে শরীর,
খাবি খাবে কত পাবে যাতনা॥
২২৩ এক ধনী কহে হে চতুর বর
কামিনী কুসুম কাননে এসে।
কুসুম আসবে বঞ্চিত হইয়া,
শুবুরের মত র'য়েছ ব'সে॥
২২৪ কেহ বলে তুমি বায়সের ন্যায়,
এসেছ সংপ্রতি শ্রীফল বনে।
সুপক শ্রীফল হেরিয়া নয়নে,
কত অভিলাষ করিছ মনে॥

২২৫ বর কহে ধনী যা ইচ্ছা বলহ,
এসেছি এখন পরের দেশে।
জিনিতে আমার অভিলাষ নাই
হারিলে (ও) ক্ষমা নাই কি শেষে
২২৬ বহু ফল ফুল পূর্ণিত কাননে
পশিয়াছি বটে নিশীথ কালে।
চৌর্য্যবৃত্তি করে কি ফল হইবে,
তেঞি মৌনে আছি ত্যজিয়া ফলে ॥
২২৭ আর রাত্রি নাই সমাগত ঊষা,
স্বস্থানে সবাই কর গমন।
বাসর জাগিতে হ'লো বাক্‌যুদ্ধ
কবির আসরে ঘটে যেমন ॥
২২৮ হয়ে থাকি দুষী স্বগুণে ক্ষমিবা,
মনে রে'খ যেন ভুলনা দীনে।
অদ্য হ'তে মোরে জনমের তরে
আবদ্ধ করিলে দয়ার ঋণে ॥
২২৯ এঋণ শোধিতে কি সাধ্য আমার
এঋণ অপার জলধি বৎ।
হৃদয়ের পটে জনমের মত,
লিখিয়া দিলাম মনের খত ॥
১৩০ সতত হৃদয়ে অঙ্কিত রহিল,
তোমদের এই গুণের কথা।
নিশীর হৃদয়ে চির কাল হায় !
তারকা রতন উজলে যথা ॥

২৩১ যাবৎ শরীরে রহিবে জীবন
ভুলিতে নারিব এ সুখ স্মৃতি।
আজ হ'তে মোর আঁধার হৃদয়ে,
পশিল বিমল শশীর জ্যোতিঃ ॥

২৩২ আজ হ'তে মোর ভব মরু ভূমে,
বর্ষণ হইল অমিয় নীর।
প্রকৃত সুখের পেলাম দর্শন,
যুড়াইল এ তাপিত শরীর ॥

২৩৩ আজ হ'তে আমি উজ্জ্বল অক্ষরে,
লিখিলাম হৃদে ও গুণাবলী।
যেখানে যাইব নীরবে গাইব,
হৃদয়ের দ্বার আবেশে খুলি ॥

২৩৪ আজ হ'তে এক স্বর্গীয় সোপান,
করিনু দর্শন মনের সুখে।
আজ হ'তে শত অমিয়ের উৎস,
প্রবাহিত হ'লো দগ্ধ বুকে ॥

২৩৫ কি দিয়া তুষিব তোমাদের মন,
কি ধন আমার আছয় আর।
জীবন দিলেও না পূরে বাসনা,
জীবন ত ক্ষুদ্র অতীব ছার ॥

১৩৬ স্নেহ ময় হার স্মৃতির সূত্রেতে
ক'রেছি গ্রন্থন যতন ক'রে।
করহ গ্রহণ যদি কৃপা-নেত্রে,
তবে এ চিত্তের বাসনা পূরে ॥

২৩৭ পুনঃ ব্যঙ্গ ভাবে কহিতেছে বর
শুন শুন অয়ি ললনাগণ।
একটী কুপ্রথা দেখিয়া এখানে,
দুঃখানলে মম দহিছে মন॥

২৩৮ ক্ষুধায় শরীর জ্ব'লে যায় মম,
তোমাদের দেশে কেমন রীতি।
খেতে নাহি দিয়া শুধুই বচনে,
প্রকাশ করে গো কপট প্রীতি॥

২৩৯ রমণীরা কহে ওহে গুণধাম।
সুধা ভাণ্ড যারে ক'রেছি দান।
সে যদি ক্ষুধায় এত কষ্টপায়
কে পারে তাহার তুষিতে প্রাণ॥

২৪০ ভুবন মোহিনী পেয়েছ রমণী
জীবন তোষিণী সুধা-অধার।
তার মর্ম্ম তুমি জানিতে না পেরে,
কেন ক্ষুধা-কষ্ট জ্ঞাপিছ আর॥

২৪১ অন্ধের করেতে দর্পণ অর্পণ,
বিফল হইল বুঝিনু এবে।
মক্ষিকা জানে না ঘৃতের আস্বাদ,
তব ব্যবহার তেমনি ভবে॥

২৪১ নদী তীরে থাকি তৃষ্ণায় ব্যাকুল,
বহ্নি কোলে ক'রে শীতের ভয়।
একি অপরূপ জ্ঞাপিলে বারতা,
ছি ছি এই কার্য্য তোমার নয়॥

২৪৩ চকোর ব্যতীত চন্দ্রিমার সুধা
পেঁচক কখন নাহিক পায়।
পদ্ম মকরন্দ ভ্রমর ব্যতীত,
গুবুরের ভাগ্যে লাভ কি হয়॥

২৪৪ বর কহে ধনী আর কাজ নাই
পূর্ণ কল নহে এ শশধর।
নহে মনোরম অস্ফুট নলিনী,
ফুটিলে লভিব আসবাকর॥

২৪৫ তখন—হেঁয়ালীর ছন্দে কেহ বলে শ্লোক,
কেহ পদ্য ছড়া গাহিয়া যায়।
বিদ্রূপ বিবিধ নব বয়ে ল'য়ে
বঙ্গ ললনার রঙ্গাতিশয়॥

২৪৬ এমন সময়ে রজনী সুন্দরী,
পৃথিবী ত্যজিয়া বিষাদ ভরে।
গোপন ভবনে গমনোন্মুখী
সম্মুখে নিরখি ঊষা সতীরে।

২৪৭ প্রাতঃ সমীরণ নীরবে আসিয়া
কুসুমের মুখ চুমিয়া যায়।
প্রকৃতির অঙ্গ, বিটপীর পত্র,
একটু শিহরি উঠিল তায়॥

২৪৮ প্রদীপের শিখা জ্যোতিঃ হারা হলো
ম্লান বিধু অস্তাচলেতে চলে।
তারা দল সব নয়ন মুদিল
বিধুরা বিধুর বিরহানলে॥

২৪৯ তিমিরের রাশি দিবা করে হেরি
লুকা'য়ে রহিল গিরি গহ্বরে।
প্রচণ্ড সিংহেরে দরশন করি
মাতঙ্গিনী যেন লুকা'ল ডরে॥

২৫০ চক্র বাকী কুল তটিনীর তরে
ভুলিল দম্পতী বিরহ জ্বালা।
কুমুদী মুদিল বিষাদে নয়ন,
সানন্দে হাঁসিল কমল বালা॥

২৫১ ভূধর সমূহ অভ্র ভেদীশৃঙ্গে
পরিল ভাস্কর কর কিরীট।
বিহঙ্গম কুল জাগিয়া উঠিল,
গাইল ললিত বিভাসে গীত॥

২৫২ ঊষা সুন্দরীর অসীম লাবণ্যে
দিগন্ত হইল সুআলোকিত।
সে আলোক হেরি ভূলোক বাসীর
মানস হইল সপুলকিত

২৫৩ ভাস্কর প্রদত্ত কনকের হার-
পরিয়া-তটিনী হাসিল সুখে।
তরঙ্গ তুলিয়া অতি রঙ্গ ভরে,
সমর্পিল মুখ জলধি মুখে॥

২৫৪ খদ্যোত নিচয় গৌরব হারা'য়ে,
নীরবে লুকা'ল পাতার পাশে।
নৈশ সমীরণ জাগিল নাচিল
চুমিল কুসুম মন আবেশে॥

২৫৫ ষট্ পদ কুল হরষিত মতি,
ধাইল সুরোজ মুখ চুমিতে।
তরু লতা ফুল জাগিয়া উঠিল।
অলির প্রভাতী মোহন গীতে॥
২৫৬ কান্ত কান্তা এবে শয্যা পরিহরি,
চমকি উঠিল প্রভাত হেরি।
সাধের কুসুমে সুরচিত হার—
শুকায়ে শয্যায় রহিল পড়ি॥
২৫৭ দম্পতীর সনে কুসুম হারের
বাস টুকু যেন চলিয়া গেল।
চাঁদের বিহনে তারকার প্রায়
ফুল গুলি যেন জ্যোতিঃ হারাল॥
১৫৮ নিদ্রা দেবী বিশ্ব পরিহরি যেন,
লুকাইল নির জন প্রদেশে।
কাল নাট্যকর যবনিকা তুলি,
দৈনিকাভিনয়ে মাতিল এসে॥
২৫৯ নীরব নিশার তুষার সম্পাতে,
আর্দ্র হয়েছিল ধরার কায়।
প্রকৃতি আসিয়া হাঁসিয়া হাঁসিয়া
সাদরে তাহার তনু মুছায়॥
২৬০ নিশীথে স্বভাবে নিদ্রিত হেরিয়া,
আঁধারে ধরণী কাঁদিয়াছিল।
জাগ্রত প্রকৃতি, আতপ অঞ্চলে,
এবে আঁখি নীর মুছিয়াছিল॥

২৬১ তরু পত্র হ'তে টপ কপ করি,
পড়িছে শিশির ধরার বুকে।
অতিথি পাখীরা গিয়াছে চলিয়া,
তাই যেন অশ্রু ত্যজিল দুঃখে॥

২৬২ কুসুমের দলে, শিশিরের বিন্দু,
তপনের করে শোভায় ভরা।
বিরহীর ভাবে কাঁদিছে কুসুম,
বিলাসীরা ভাবে মুকুতা রা॥

২৬৩ নব নব আশা মানব হৃদয়ে।
প্রভাত সময়ে পুন জাগিল।
যেন তটিনীর হৃদি আলোড়িয়া
একটী একটী ঢেউ উঠিল॥

২৬৪ শোকার্ত্তি হৃদয়ে জাগিল রে শোক,
দুঃখীর হৃদয়ে জাগিল দুঃখ।
সুখীর হৃদয়ে জাগিল রে সুখ,
নিরখি নিশান্তে প্রভাত মুখ॥

২৬৫ চির বিরহীর হৃদয় মন্দিরে
স্বপ্ন পটে যেই সুপ্রিয় ছবি
সুচারু শোভিতেছিল নিদ্রা কালে
এবে যেন তাহা মুছিল রবি॥

২৬৬ গভীর নিশার তুষারের বিন্দু
এবে মহীরুহ পাতার প্রান্তে,
মুকুতা কলাপ সম উজলিল
নিরখিয়া অই দিবস কান্তে॥

২৬৭ প্রভাত হেরিয়া রমণী মণ্ডলী
স্বকার্য্যে চলিল ত্যজি বাসর
সেই সঙ্গে সঙ্গে শয্যা পরিহরি
বাহিরে এলেন নূতন বর ॥

২৬৮ এমন সুখের রজনী পোহাল
দারুণ দিবস হইল বাদী।
কুলবতী হৃদে শুকাইল হেন—
বাসর রহস্য সুখের নদী ॥

২৬৯ আলোকে ভূলোক যদিও পূরিল
কিন্তু হৃদয়ের আলো নিবিল।
মানসের আঁধারেও আলো
আলোকে আঁধার অসুখে হ'লো

নব দম্পতী বিদায়।

পবিত্র মূরতি, মনোরম অতি
দেব দিবাস্পতি, উদয়াচলে
দিয়া দরশন, কিরণ ভূষণ,
করিল অর্পণ, ধরার গলে ॥

হাসিল প্রকৃতি, হরষিত ক্ষিতী
কানন দম্পতী, জাগিল রে
উষার বদন, করিয়া চুম্বন,
প্রাতঃ সমীরণ, ধাইল রে ॥

নিশার আঁধারে, তুষার আসারে
উদ্যান মাঝারে, কুসুম-চয়
ছিল আর্দ্র হ'য়ে, এবে রৌদ্র পেয়ে,
মুকুতা নিচয়ে, শোভিল কায় ॥

কুমুদ মুদিল, কমল হাসিল
দ্বিরেফ ছুটিল, আঁশব লোভে।
সাগর ভূধর, নগর প্রান্তর,
মাখি রবিকর, সুচারু শোভে

কুসুম গরবে, হাসিছে নীরবে,
সুখদ সৌরভে, তুষিছে প্রাণ।
শাখা অগ্রভাগে, বসি অনুরাগে,
বিহঙ্গ সুরাগে, গাহিছে গান ॥

তামসী, তপসী, ক্রোড়ে লয়ে শশী
যোগে ছিল বসি, যেন নীরবে।
দিবস আসিয়া, সে যোগ ভাঙিয়া,
দিল তাড়াইয়া, নিশারে এবে ॥

রক্তিম বরণ, তরুণ তপন,
কনক কিরণ, করিছে দান।
জাগিল জগৎ, সিন্ধুধ্বনি বৎ,
গর্জ্জিল আবার,— ভব-শ্মশান ॥

মানব অন্তরে, চিন্তার সাগরে
পুনঃ ধীরে ধীরে, উঠিছে ঢেউ।
শোকে দুঃখে, হর্ষে, পুনরায় স্পর্শে,
কেহ হাসিতেছে, কাঁদিছে কেউ ॥

নক্ষত্র নিকর, সহ শশধর,
সুনীল অম্বর, আসন ত্য'জে।
রজনীর শোকে, যেন ম্লান মুখে,
ঝাঁপ দিল দুঃখে, সাগর মাঝে॥

কিন্তু ভক্তধামে, দিবা সমাগমে,
কত আশা ক্রমে, উঠিল জাগি।
পাইয়া আলোক, জাগিল বালক
লভিল পুলক, শয়িত রোগী॥

কে ঐ দম্পতি, পবিত্র মূরতি,
সমারোহে অতি, চ'লেছে কোথা।
হেরিয়া দোঁহারে, হরষ অন্তরে,
সানন্দে শিহরে, পাদপ লতা॥

জ্ঞান হয় হেন, ফুল কুল যেন,
বলিতেছে, কেন— ত্যজি চলিলে?
যদি ছিল মনে, ত্যজিবে এক্ষণে,
তবে কি কারণে, মনঃ মোহিলে॥

কুসুম সৌরভ, অনিল গৌরব,
প্রকৃতি বৈভব, হরণ করি—
হতাশেরে থুয়ে, উল্লাসেরে ল'য়ে
চলিলা স্বালয়ে, স্নেহ পাসরি॥

মৃদুল বাতাসে, শোকের উচ্ছ্বাসে,
প্রকৃতি নিশ্বাসে, অনল বহে।
যেন সেই তাপে চরাচর কাঁপে,
কালানল রূপে, পৃথিবী দহে॥

বিটপীর দল, শিরে ধরি ফল,
শিশিরাশ্রু জল, ত্যজিছে যেন।
সে ফল এখন, বিফল ধারণ,
বিষাদ এমন, ঘটিল কেন?

আজ যেন রবি, শোকানল ছবি-
প্রকটি পৃথিবী, দহিতে এলো।
মুহূর্ত্তে আবার, সুখ পারাবার,
উছলি সবার, হৃদি প্লাবিল॥

কেহ স্নেহ ফুল তুলিয়া অতুল,
সানন্দে বিপুল গাঁথিয়া হার।
দম্পতির গলে দিয়া কুতূহলে,
সুখ সিন্ধু জলে খেলে সাঁতার॥

কে ঐ দম্পতি পবিত্র মূরতি,
মনোরম অতি, শোভা আকর!
অহো চিনিয়াছি, এখন জেনেছি,
উনি আমাদের, নূতন বর॥

সৌদামিনী সঙ্গে, জলধর রঙ্গে,
অম্বর তরঙ্গে, ভাসিয়া গেল।
লুপ্ত দৃশ্য চারু, হৃদি হ'লো মরু
বজ্রাহত তরু, পড়িয়া র'ল॥

সে দৃশ্য নিরখি, চাতক চাতকী,
আর মত্ত শিখী, কাতর অতি।
"সে দৃশ্য পবিত্র" হারাইল নেত্র,
আহা কি বিচিত্র, কালের গতি॥

কুসুম-শয্যা

—o—

আয় আয় তোরা, প্রকৃতি রাজত্বে,
দেখ সে ফুলের খেলা !
যেন দশ দিক্, কুসুমাভরণে,
সাজা'য়েছে দিক্ বলা ॥
কিবা-মোহিনী ললনা, ঊষার কুন্তলে,
অরুণ কুসুম দোলে।
তপন স্বরূপ, সোনার নলিনী,
শোভিছে তাহার কোলে ॥
বিমল রবির, কিরণ কুসুমে,
পরিব্যাপ্ত বসুমতী।
আহা, বনজাত ফুলে, প্রতিভাত হ'লো,
বালার্ক কুসুম জ্যোতিঃ ॥
কিবা, ভাস্কর কুসুম, হেরিয়া ফুটিল—
নলিনী কুসুমের হ্রদে।
আজ, কুসুম চুমিয়া, কুসম শোভিল,
কুসুম পরিচ্ছদে ॥
নিরখি কুসুম, ফুটিল কুসুম,
জগৎ কুসুম ময়।
তালে তালে ফুল, হাসিছে নাচিছে,
দুলিছে মৃদুল বায় ॥

আকাশ কুসুম, হাসিয়া আকুল,
চুমিয়া সমীর মুখ।
কুসুম রচিত- কোমল জগতে,
নাচিছে বিমল 'সুখ" ॥
সুরবালাগণ, কনক থালায়
কুসুমের মালা ল'য়ে
জগতের গলে, পরায়ে দিয়েছে,
উল্লাসে মগনা হ'য়ে॥
তটিনীর গলে, উর্ম্মির কুসুম,
পবন দুলা'য়ে যায়।
জলদ হৃদয়ে, চপলা কুসুম,
কিবা চারু শোভা পায়॥
সায়াহ্ন সময়ে, বিরসে ডুবিল,
কনক কুসুম জলে।
আর একটী ফুল, পূরব গগনে,
ফুটিল রে কুতুহলে॥
কেমন ফুটিল! কেমন হাসিল!
কেমন নাচিল ধীরে।
কে আবার তারে, সাজাইয়া দিল,
তারকা কুসুম হারে॥
কুসুমের মালা, পরি শশধর,
জ্যোছনার হাসি হাসে।
নিরখি সরসে, কুমুদ হাসিল,
বসি প্রকৃতির পাশে॥

নিশাচর পাখী, চকোর হাসিল,
ঝিল্লীতে ধরিল তান।
তটিনী কল্লোলে, সমীরণ স্বনে,
প্রকটে কুসুম-গান॥
নৈশ পুষ্পরাজী বিমল বদনে,
মাখিয়া শশীর কর।
সৌরভ ছড়া'য়ে, আবার হাঁসিল,
দৃশ্য কিবা মনোহর॥
দম্পতী হৃদয়ে, আশার কাননে,
প্রেমের কুসুম ফুটে।
নিবিড় ভবের আঁধার ভেদিয়া,
সৌরভ চলিল ছুটে॥
নয়ন কুসুমে, নিদ্রারূপ মধু,
উছলি উঠিল কারো।
কেহ জাগরণে, পূজিছে সাদরে,
দিয়া ভক্তি উপহার॥
সাগর ভূধর, নগর প্রান্তর,
স্থাবর জঙ্গম আদি।
কুসুমের হারে, সাজিয়াছে আজ
যুড়া'তে প্রকৃতি হৃদি॥
অনন্ত সংসার বিকট শ্মশানে
বিভীষিকা নাই আজ।
কঙ্কালের মালা, খুলিয়া শ্মশান,
পরেছে কুসুম সাজ॥

সে বিকট মুখে, সে বিকট, হাসি
পলকে লুকায়ে গেছে।
নাই চিতানল, নাই পুতি গন্ধ,
স্বর্গীয় দৃশ্য ধরেছে।।
নাই আজ তথা, পিশাচের খেলা,
নাই হতাশের ছায়া
আনন্দ মন্দার কুসুমে সজ্জিত,
আজ শ্মশানের কায়া॥
মানব হৃদয় অদৃশ্য উদ্যানে,
ফুটেছে মোহন ফুল।
আশা বাসনাদি, উল্লাস কুসুমে
শোভা ক'রেছে অতুল॥
নাইরে সেথানে, শোক দাবানল,
নাইরে রোগের জ্বালা।
শয্যা'পরে রোগী, উঠিয়া বসিছে,
পরিয়া কুসুম মালা॥
দেখিতে দেখিতে বর্ষণ হইল,
নব পারিজাত ফুল।
কে বলে স্বরগে নন্দন কানন,
যে বলে তাহার ভুল॥
কোথা স্বর্গ হায়! কবির কল্পনা,
স্বরগ এই ধরায়।
এই থানে ফুটে, মন্দার কুসুম,
কিন্নরেতে গীত গায়॥

এই খানে চারু, সুধাংশুর করে,
পবিত্র অমিয় ঝরে।
এই খানে শুভ্র বিকচ নলিনী,
বিরাজে স্বর্গীয় দয়ে ॥
এই খানে হাঁসে, প্রকৃতি সুন্দরী
স্বর্গীয় ভূষণ পরি।
এই খানে মৃদু, মলয় সমীরে,
উঠে অমিয় লহরী ॥
এই খানে সেই স্বর্গীয় সোপান,
রচিত হীরক দামে।
এই খানে শোভে, স্বর্গীয় তোরণ,
যথা বাসবের ধামে ॥
এই খানে সব, সুর কন্যা গণ,
রূপের ফোয়ারা খুলে।
কি এক পবিত্র, সলিল ছড়ায়,
দেব মনঃ তরু মূলে ॥
এই খানে গায়, কল কণ্ঠকুল,
স্বর্গীয় পবিত্র গীত।
স্বর্গীয় বাঁশরী, বাজায় তটিনী,
হৃদয় করিয়া স্ফীত ॥
যদ্যাপি কাহারো, সংশয় জনমে
শুনিয়া আমার কথা।
আমার(ই) মতন, নয়নের দ্বারা,
দেখহ আসিয়া হেথা ॥

দিগন্ত ভেদিয়া, কোথা হ'তে অই,
একটি বাদ্যের ধ্বনি।
হৃদয়ে পশিল, মানস মোহিল,
শিহরিল তনু খানি॥
আনন্দ, উৎসাহ, আশা বাসনাদি,
নিদ্রিত ছিল হৃদয়ে।
অই বাদ্য ধ্বনি, শ্রবণ করিয়া,
জাগিল প্রফুল্ল হ'য়ে॥
শোক, দুঃখ, ভয়, আশা-ভঙ্গ, আর,
কুচিন্তাদি অরিদল।
(আনন্দেরে হেরি নিদ্রা অভিভূত)
হ'য়েছিল সুপ্রবল॥
সহসা আনন্দ, জাগিয়া উঠিল,
উৎসাহ কৃপাণ ধরি।
উক্ত অরি দলে, দণ্ডিল ত্বরায়,
খড়্গে খণ্ড খণ্ড করি॥
রিপুর শোণিতে, চরণ ধুইয়া,
ধমনীর সরোবরে।
শোণিতের নীরে, স্নাপিয়া শরীর
হৃদয় শয্যার'পরে॥
শয়ন, করিয়া, নিশ্বাস পবনে
শরীর শীতল করি।
আলিঙ্গন কৈল, জীবন সখারে
গলাটি জড়ায়ে ধরি॥

বিভীষিকা ময়, স্বপন ভাঙিল,
আঁধার লুকা'ল দূরে।
নবীন বসন্ত, মূৰ্ত্তীমান হ'য়ে,
পশিল হৃদয় পুরে ॥
হৃদয় কুসুম, ফুটিল, শোভিল—
মনো বৃত্তি রূপ শাখী।
তার মাঝে, চিত কুহরিল যেন,
বসন্ত কোকিল পাখী ॥
এমন সময়ে, বন ফুল সব,
হাসিয়া মনের সুখে।
চলিল একটী, সুদৃশ্য হেরিতে
মাতি উৎসব কৌতুকে ॥
বন ফুল যেন, মনঃ ফুল মুখ
চুম্বিতে চলিল ধেয়ে।
ফুল ফুল প্রেমে, গলে পড়ে যেন
ফুলের সোহাগ পেয়ে ॥
একটী প্রকোষ্ঠে বিচিত্র শয্যায়,
যুবক যুবতী সাজে।
তার চতুর্দ্দিকে, সুগন্ধি সুন্দর,
কুসুম রাশি বিরাজে ॥
শয্যায় পড়িয়া দম্পতী পরশি,
হাঁসিয়া আকুল বেল।
গোলাপ সুন্দরী, উল্লাসে মাতিল,
পাইয়া অপূৰ্ব্ব মেল ॥

মল্লিকা মালতী, চম্পক সেঁওতী,
রজনী গন্ধা প্রভৃতি।
কোমল শয্যায়, গড়াগড়ি যায়,
মাতা'য়ে দম্পতী সতি ॥
কেহ দম্পতীর, অঙ্গের ভূষণ,
হইল মনের সুখে।
কেহবা সাদরে, সুকোমল তনু,
ধরিল আপন বুকে ॥
বসন্তের প্রিয়, প্রকোষ্ঠ ত্যজিয়া
যেন এ প্রসূন দল।
যুবক যুবতী, প্রকোষ্ঠে হেরিল,
সমধিক কুতহল ॥
স্বয়ং রতি কাম, সঙ্গ লাভে যেন,
পুলকিত ফুল চয়।
দম্পতীর মুখ প্রানে দৃষ্টি করি,
সবাই নীরবে রয় ॥
দম্পতীর সেই, সৌন্দর্য্য, সৌরভ,
মকরন্দ হেরি ফুল।
আপন গৌরব, হারায়ে সবাই,
কি এক ভাবে আকুল!
কুসুম রাশির, উপরেতে আজ,
যুগল দম্পতী দোলে।
যুগল চন্দ্রিমা, সমুদিত যেন,
অসংখ্য নক্ষত্র কোলে ॥

সরসীর স্বচ্ছ ঊর্ম্মি মাঝে যেন,
সোণার কমল দুটি।
একটীর মুখ, ফোট ফোট প্রায়,
একটী র'য়েছে ফুটি॥
একটু সমীর ধীরে ব'হে গেল,
চুম্বিয়া দম্পতী মুখ।
বাতায়ন পথে, উকি দিয়া চাঁদ,
নিরখিল সে কৌতুক॥
একটু জ্যোছনা, ধীরে হেঁসে গেল,
দম্পতীর খেলা দেখে।
সেই খানে এসে, ঋতু পতি গেল,
একটু সৌন্দর্য্য মেখে॥
সেই খেলা দেখে, লুকায় চপলা,
একটু মেঘের পাশে।
লোলুপ আঁখিরে, আবার তুষিতে,
উকি মেরে দেখে হাঁসে॥
শশী বলে মোর, চির অহঙ্কার,
এইবার বুঝি নাশে।
তাই ভেবে চাঁদ, অভিমানে ঝাপ,
দিল রে রাহুর গ্রাসে॥
বসন্ত ভাবিল, এদের ত্যজিয়া।
আমারে কে ভালবাসে?
ফুল কুল সহ, ফুল ধনুঃ আজ,
বদ্ধ উহাদের পাশে॥

ভ্রমর কোকিল, স্বীয় স্বর সুধা,
সঁপেছে ওদের ভাষে।
মলয় অনিল, করিল আশ্রয়,
উহাদের সুনিশ্বাসে।
মম সঙ্গী গণ, বাধ্য উহাদেরি,
স্বর্গীয় সুখাভিলাষে।
হায় ? আমি রাজ্য, নিদাঘে অর্পিয়া,
পশি গিয়া বনবাসে॥
তথা একটু ভূষণ, শিঞ্জন হইল,
একটু ডাকিল পিক।
একটু লতিকা ঈষৎ চলিল,
তড়িৎ সমান ঠিক॥
আঁধার নিশার, সুপ্ত হৃদে যেন
একটু সুখ স্বপন।
আঁকিয়া দিয়াছে, ওনব দম্পতী
আমরি কি সুশোভন॥
তটিনী হৃদয়ে, উঠিলরে যেন
একটু সুখের ঢেউ।
এমন সুখের সলিলে কি ভাই,
ডুবেছ কখন(ও) কেউ ?
আয় আয় তোরা, প্রকৃতি রাজত্বে,
দেখ্ সে ফুলের খেলা।
মনো মত ফুল তুলিয়া তুলিয়া,
গাঁথ্ রে চিকণ মালা॥

প্রিয়তমে দেও, প্রেম উপহার,
ঘুচাও মনের জ্বালা।
বৃথা জন্ম তার, বৃথা আঁখি ধরে,
যে দেখেনি ফুল খেলা॥
নিরখিয়া এই, কুসুম সৌন্দর্য্য
কুসুমেষু, লজ্জা পায়।
পবিত্র কুসুমে, উৎসাহ আসবে,
ধরণী প্লাবিয়া যায়॥
বিমল প্রণয়ে, মাতিয়া কুসুম,
তেয়াগিল কুল লজ্জা।
কবি নহি আমি, কি আর বর্ণিব,
এ ফুল শয্যার সজ্জা॥
কল্পনা কাননে, ফুটেনি কুসুম,
কি দিয়ে গাঁথিব মালা।
আয় আয় তোরা, প্রকৃতি রাজত্বে
দেখ্ সে ফুলের খেলা॥

পরিশিষ্ট।

—০—

উদ্বাহ-মরীচিকা।

(১)

কোথা সে স্বপ্ন কল্পিত সুখময় ধাম
দূর হ'তে দৃশ্য যার নয়নাভিরাম ॥
 সুনীল অম্বর তলে
 নবীন জীমূতাদলে,
নিরখি নাচেরে শিখী যথা অবিরাম।
 বালক যুবক চিত্ত,
 সেই রূপে করে নৃত্য,
উদিলে স্মৃতির পথে যে ধামের নাম,
কোথা সে স্বপ্ন কল্পিত সুখময় ধাম ॥

(২)

ভব ঐন্দ্রজালিকের মায়াতে রচিত।
সেই মায়াময় পুরী রতন খচিত।
 দূর হতে দেখ তার,
 বিচিত্র তোরণ দ্বার,
কোটি রবি শশধরে করে আলোকিত।
 ঋতুপতি বার মাস,
 সেই পুরে করে বাস,
মলয় অনিল সদা মৃদু প্রবাহিত।
অসীম সুষমা বন কুসুম রাজিত ॥

(৩)

বাজে রে মোহন বংশী ললিত খাম্বাজে
পথিকে অহ্বান করে যেন সে আওয়াজে ॥
শুনি সে বাঁশীর গীত,
মোহে পথিকের চিত,
ব্যাধের বাঁশরী শরে মাতিয়া অব্যাজে,
মৃগ যথা পড়ে জালে,
তেমনি পথিক দলে,
মোহ জালে বিজড়িত করি পুরী মাঝে।
মায়াবী তাদের বধে গরজি সতেজে ॥
চুম্বকে যেমন করে লৌহ আকর্ষণ।
তেমনি মায়াবী টানে পথিকের মন ॥

(৪)

দূর হ'তে পথিকের নেত্র আকর্ষণ
করে সে মায়ার পুরী বিচিত্র দর্শন ॥
প্রথম প্রবেশ কালে,
স্বর্গীয় সুখের জালে,
বিজড়িত হয় জীব— মোহে অচেতন।
কুহকিনী আশা আসি।
কৃত্রিম অমিয় রাশি।
বিতরিয়া পথিকের মুগ্ধ করে মন ॥
কোথা সে স্বপ্ন কল্পিত অপূর্ব্ব ভবন ॥

(৫)

প্রাথমিক দৃশ্য তথা অতি অপরূপ।
পশিলে আনন্দ বাড়ে সিন্ধুর স্বরূপ॥
স্বর্গীয় সুন্দরী যথা,—
সুদৃশ্য কনক লতা—
সদৃশ সঘনে দোলে। বাক্যে সুধাকুপ।
নিরখিলে যার কান্তি
ভব জ্বালা হয় ভ্রান্তি
অশান্তের শান্তি দাত্রী মানস মধুপ।
—যাহার সৌন্দর্য্য রূপ কমল-লোলুপ॥

) ৬)

কোথা সে মায়া-কল্পিত সুখময় ধাম।
যথা জীব সুখে চায় লভিতে বিরাম।
হায়! এ বিচিত্র বিশ্ব
ব্যাপিত অপূর্ব্ব দৃশ্য,
প্রকৃতির হাতে গড়া সুধা অভিরাম।
শিল্পীর কি কারিকুরি
অপূর্ব্ব রচিত পুরী—
এই ভবধাম আহা অতি অনুপম,
যে স্থানেতে সংসারীর পূর্ণ মনস্কাম॥

(৭)

হাসে যথা তারা রাজী নিশাথিনী কালে।
হাসে যথা বসুমতী শশী কর জালে॥

বসন্ত যেথানে আসি,
বিতরে উল্লাস রাশি,
তটিনী যেথানে গান গায় তালে তালে,
সময়ে নীরদ দল,
বরিষণ করে জল।
বসুধা শস্য-শালিনী প্রকৃতির বলে,
কোথা সেই মায়া পুরী এপুরী মিশালে ॥

(৮)

ঐ যে সে পুরী যথা স্বর্গীয় সুন্দরী—
বসি পথিকের মন লইতেছে হরি-
ছলনায় মন চুরি-
করি শেষে গলে ছুরি-
দিতেছে, বধিছে হায়! সেই দৃশ্য হেরি।
থর থর কাঁপে কায়,
পলকে পুলক যায়,
দারুণ বিপদে অঙ্গ উঠে গো শিহরি।
ঐ দেখা যায়, সেই মায়া ময় পুরী ॥

(৯)

ও রক্ত তোরণ দ্বার লঙ্ঘিয়া যখন-
ভিতরে পথিক বৃন্দ করয় গমন।
সেই পিশাচিনী নারী,
ভীষণ মূরতি ধরি
করে গো পথিক প্রতি তর্জ্জন গর্জ্জন।

দেখায় বিচিত্র মায়া,
কাঁপে পথিকের কায়া,
বাহিরিতে আর দ্বার না পায় তখন।
হায়! কি আশ্চার্য্য পুরী বাঁধাতে সৃজন!

(১০)

দীপ্তদীপ শিখা দেখি পতঙ্গ যেমন-
মাতিয়া অনলে পড়ি হয় গো দাহন॥
বরশী ভুঞ্জিয়া মীন,
জ্বালায় যেমন ক্ষীণ।
আর্ত্তনাদ করে হায় পথিক তেমন।
সেই মায়াবিনী নারী,
সেই মায়া ময় পুরী-
মাঝে এক গুপ্ত দ্বার করি উদ্ঘাটন।
দেখায় নিরয় দৃশ্য পথিকে তখন॥

(১১)

কৃমি কীট সঙ্কুল সে নিরয় ভীষণ-
কোথাও প্রচণ্ড বেগে জ্বলে হুতাশন।
শোক, দুঃখ, চিন্তা, তার
বিরহ ব্যাধি, বিকার,
বিষম সংসার জ্বালা নিরয় যাতন।
বিচ্ছেদের পারাবার,
অশান্তির হাহাকার,
নৈরাশ ঝটিকা আর(ও) বহেরে ভীষণ
বিচূর্ণন করে তার আশার কানন॥

(১২)

ধৈর্য্য তরী মগ্ন হয় চিন্তার সাগরে,
কৃতান্ত কিঙ্কর বৃন্দ আবার সজোরে,
পথিক বৃন্দের পায়,
নিগড় পরা'য়ে হায়!
কারাগারে বন্ধ করে নিঠুর অন্তরে।
ভুঞ্জায় বিষয় বিষ,
অঙ্গ জ্বলে অহর্নিশ,
বিপন্ন পথিক কাঁদে সকরুণ স্বরে
অরণ্যে রোদন তুল্য, কে তাদের তারে?

(১৩)

সেই মায়াময় পুরে প্রফুল্ল কুসুম
ফুটে কত অবিরত দৃশ্য মনোরম,
পরশিলে সেই ফুল,
করে যেন হানে শূল
বিবিধ বরণকীট বিষাক্ত বিষম,
বিচরণ করে তায়,
দংশে পথিকের কায়,
নাহি জানি প্রকৃতির কেমন নিয়ম!
কেন সে উত্তম ফুলে রহে কীটাধম!

(১৪)

কোথাও ভীষণ দৃশ্য দুরন্ত শ্মশান,
প্রজ্জ্বলিত চিতানল পর্ব্বত সমান।

মৃতের কঙ্কাল যত,
পড়ি আছে স্তূপীকৃত,
প্রেত-ভূমে প্রেত পুঞ্জ সদা অধিষ্ঠান,
কদর্য্য আমোদে মাতি।
কঙ্কালের মালা গাঁথি,
গলে পরি নাচিতেছে গাইতেছে গান।
নিরখি ব্যাকুল ভয়ে পথিক পরাণ॥

(১৫)

মৃত দেহ পুতি গন্ধে জীবন অস্থির।
গোমায়ুর কোলাহলে শ্রবণ বধির॥
ধু ধু করি চিতানল,
উজলিছে নভঃস্থল।
মুহূর্ত্তে হ'তেছে ভস্ম মৃতের শরীর।
দিগন্ত কম্পিত করি,
ভৈরবী রাগিনী ধরি,
প্রচণ্ড কালের শিঙ্গা গরজে গম্ভীর
সেই শব্দে স্তব্ধ হয়শিরার রুধির॥

(১৬)

কোথাও ভীষণ তম দৃশ্য প্রকৃতির
দাবানলে শোভারাশি দহে অটবীর
কোথাও নিবিড় মেঘে,
দম্ভোলি ধাবিত বেগে,
ভাঙ্গি পড়ে ভূধরের অভ্র ভেদিশির,

কোথাও বা শূন্য ময়,
সৃষ্টি যেন ভেসে যায়,
বিশ্বব্যাপি উচ্ছলিত প্রলয়ের নীর
হাহাকার ধ্বনি চতুর্দ্দিকে পৃথিবীর॥
কোথাও কৃতান্ত ছায়ে দুরন্ত তিমির।
চির অধিকার ভীমা অমাতামসীর॥

(১৭)

কোথাও কৃতান্ত চর শাণিত কৃপাণে
—ছেদিছে জীবের শীরঃ নিঠুর বিধানে॥
প্রাণী পুঞ্জ যাতনায়,
ছট ফট্ করে হায়!
যেমন সজীব ঝষ ব্যাকুলিত প্রাণে
মীন ছেদকের করে,
জীবন অর্পণ করে—
সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রের মুখে—তেমনি সে খানে—
সুবিপন্ন জীবাত্মা বঞ্চিত পরিত্রাণে॥

(১৮)

পরন্তু—তৃতীয় দৃশ্য ঘোর বিভীষিকা।
কোথা মায়ময় পুরী কোথা অট্টালিকা॥
বার্দ্ধক্যের মরু স্থলে,
প্রচণ্ড অনল জ্বলে,
বিষাক্ত নিশ্বাস বায়ু মৃত্যু মরীচিকা।
কোথাও আঁধারময়,
নাহি রবি চন্দ্রোদয়,

চতুর্দ্দিক সমাচ্ছন্ন শোক কুহেলিকা।
দেখাইছে কাল নট তুলি যবনিকা ॥

(১৯)

কিন্তু দূর হ'তে মরু করি বিলোকন—
অতৃপ্ত আশার তৃষা শান্তির কারণ
 পথিক-মনঃ কুরঙ্গ,
 মৃগ তৃষ্ণিকার সঙ্গ—
লভিবারে ধায় বারি ভ্রমে অনুক্ষণ।
 দগ্ধ মনোবৃত্তি তায়,
 উত্তপ্ত সৈকত প্রায়,
চরণ দাহন করে তবু পোড়া মন।
ভ্রম বশে মরু ভূমে করয় ভ্রমণ ॥

(২০)

মৃত্যু মরীচিকা মাঝে অতি চমৎকার।
উদ্বাহের মরীচিকা" আছয় আবার ॥
 ভ্রমেতে যুবক দল,
 ভাবিয়া শীতল জল,
লোভ তৃষা বশে ধায় কুরঙ্গ প্রকার।
 আশার ছলনে মুগ্ধ,
 অবশেষে হয় দগ্ধ
শুকায় শোণিত—আহা মৃতের আকার।
সাবাসি সে মরীচিকা মায়ার আকার ॥

(২১)

কৃতান্ত আসিয়া যবে হৃদয় হইতে,
একটী একটী পুষ্প ছিঁড়ে সজোরেতে,

উপাড়িয়া পুষ্প তরু,
হৃদি যেন করে মরু,
পাবকে যুবক দহে মলিন মুখেতে ॥
শশী গেলে অস্তাচলে,
সুনীল অম্বর তলে—
ম্লান কান্তি তারা যথা রজনী প্রভাতে।
তেমনি বিষণ্ণ যুবা শোকের জ্বালাতে ॥

(২২)

অস্তমিত চির তরে সুখের চন্দ্রিমা।
শ্মশানে যুবার নাই যাতনার সীমা ॥
ভীষণ আঁধার ধরা,
যেন অমানিশা পারা,
অসহায় ভবধামে হারা প্রিয়তমা।
জীর্ণ আত্মা দুঃখ ভার,—
বহি অস্থি চর্ম্ম সার,
অঙ্কিত বিক্ষত বক্ষে কালের কালিমা।
বিষাদিত, বিসর্জ্জিয়া প্রণয় প্রতিমা ॥

(২৩)

এহেন স্বপ্ন কল্পিত সুখময় ধামে !
পদে পদে বিপদ আছয় পরিণামে ॥
হে যুবক এক দিন
হয়ে সে ভবনাসীন,
যে সুখ লভিবে যারে বসাইয়া বামে

প্রিয়তমা বলি তায়,
আত্ম-সমর্পিবে হায় !
অমৃতে গরল কিন্তু উপজিবে ক্রমে।
বিধতা সাধিবে বাদ সে সরল প্রেমে।

(২৪)

দেখিবে স্বপ্নের ন্যায় সকলি অলিক।
কোথা মায়াময় পুরী শূন্য চতুর্দ্দিক ॥
মোহ নিদ্রা হ'লে ভঙ্গ,
ফুরাইবে রস রঙ্গ,
বিপরিত ঘটিবে গো কালের কর্ত্তৃক।
হেরিবে সকলি ফাঁকি,
কেবল রাখিবে আঁকি,—
স্মৃতি টুকু শূন্য হৃদে ছবি সম ঠিক ॥
বুঝিবে এসংসার সুখ ঐন্দ্র জালিক ॥